দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

Vol:7 Issue:42 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ১১ সফর ১৪৪৪ হিজরি ● ৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ ● ২৩ ভাদ্র ১৪২৯ ● শুক্রবার | সপ্তম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

শিক্ষক দিবস পালন আইমার

অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে পূর্ব মেদিনীপুর-সহ সমগ্র রাজ্যজুড়ে আইমার পক্ষ থেকে পালিত হল শিক্ষক দিবস। আইমা কর্মী ও নেতৃত্ব সাড়ম্বরে উদযাপন করলেন বিশেষ এই দিনটি। এই ধারাতেই সংগঠনের সদস্যরা পশ্চিম মেদিনীপুর শহরে শিক্ষক দিবস পালন করলেন সোৎসাহে। সেখানকার প্রায় ৫০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অধ্যাপককে সংবর্ধিত করা হল আইমার পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন আইমাপ্রেমী অসংখ্য ব্যক্তিবর্গ।

» বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

এক ঝলকে

বেকারত্বের হারে শীর্ষে গেল ভারত

● ভারতে বেকারত্বের হার শীর্ষে পৌঁছে গেল ২০২২-এর অগাস্টে। গ্রামকে টেক্কা দিয়ে শহরের পরিসংখ্যান আকাশ ছুঁল এই মাসে। ভারতে শহুরে বেকারত্ব বেড়ে ৯.৫৭ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। গত মাসের তুলনায় তা অনেকটাই বেশি। বিগত এক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছেছে বেকারত্ব। সিএমআইই পরিসংখ্যানে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। ভারতের গ্রামের তুলনায় শহরে বেকারত্বের হার বেশি। অগাস্টের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গ্রামে যখন বেকারত্বের হার বেড়ে হয়েছে ৭.৬৮ শতাংশ, শহরে তখন বেকারত্বের হার বেড়ে হয়েছে ৯.৫৭ শতাংশ। তবে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় সমহারে। বেকারত্বের হার বৃদ্ধিতে গ্রাম এগিয়ে রয়েছে একটু।

» বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

জলের তলায় অর্ধেক পাকিস্তান

● ভয়াবহ অবস্থা পাকিস্তানের। ঐতিহাসিক বন্যায় পাকিস্তানের এক-তৃতীয়াংশ সম্পূর্ণভাবে তলিয়ে গেছে, এমনটাই জানিয়েছেন দেশের জলবায়ু মন্ত্রী। বিস্তীর্ণ এলাকা বানভাসি! বিধ্বংসী আকস্মিক বন্যায় রাস্তা, বাড়িঘর এবং ফসল ভেসে গিয়েছে। কয়েক লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এই বন্যায়। খাওয়ার জল পর্যন্ত নেই। পাকিস্তানের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন মৌসুমী বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ১ হাজার ৩০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। কারণ এখনও পর্যন্ত বন্যার কারণে দেশের পাহাড়ী এলাকার গ্রামগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। কয়েক-শ পাহাড়ী গ্রাম এখনও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে।

» বিস্তারিত ২-এর পাতায়

মুসলিমদের বিজেপি-জুজু দেখাচ্ছে তৃণমূল

‘আগামী’র বার্তায় কড়া আক্রমণ আইমা সুপ্রিমোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল গত ৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার। এই সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইমার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। বেশ কিছুদিন ধরেই শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকে আইমার ব্লক সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছিল। ওই ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ব অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে প্রচার চালাচ্ছিলেন। ফলে প্রস্তুতিও ছিল তুঙ্গে। এদিনের সম্মেলনে স্থানীয় মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইমার কেন্দ্রীয়স্তর থেকে শুরু করে রাজ্য, জেলা, ব্লক এমনকী বুথস্তরের একাধিক নেতৃত্ব।

বক্তব্যের শুরুতেই আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব রাজ্যের শাসকদলকে তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি জানান, এই সরকার যদি মুসলিম সম্প্রদায়ের সাতাশ শতাংশ ভোট না পেত তবে তাদের কোনও অস্তিত্বই থাকত না। তিনি বলেন, “আমরা হিন্দু-মুসলমান করি না। আইমার ভাবনাকে জানতে গেলে আগে বুঝতে হবে যাদের আমরা কাঁধে তুলে নিয়ে নাচছি তারা আমাদের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করছে।”

সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন আইমার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন। মঞ্চে রয়েছেন বিশিষ্ট জনেরা।

নব্বই শতাংশ মুসলিম ভোট তৃণমূলের ঝুলিতে পড়লেও তারা বিভিন্ন স্তরে যে কমিটি তৈরি করছে সেখানে মুসলমানদের স্থান নেই কেন? প্রশ্ন তোলেন আইমার কর্ণধার। তাঁর মতে, তৃণমূল মুসলমানদের বিজেপির ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ করে রেখেছে। মুসলমানরা সেটা চুপচাপ মেনেও নিয়েছে। ফলে প্রশ্ন করতে ভয় পাচ্ছে। আর এটা বুঝতে পেরেই তৃণমূল আরও বেশি করে স্বৈরাচারী হয়ে পড়ছে। তবে এই ভীতিকে কাটিয়ে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে আইমা লড়াই করবে, প্রশ্ন করার লোক তৈরি করবে বলে জানান তিনি। এদিনের সম্মেলন থেকে নাম না করে তৃণমূলের কয়েকজন মুসলিম নেতাকেও তীব্র কটাক্ষ করেন আইমা সুপ্রিমো। কয়েকজন টুপি পরা, দাড়িওয়ালা নেতাকে পয়সা দিয়ে কিনে নিলেই গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মন জিতে নেওয়া যায় না বলে মন্তব্য করেন তিনি।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

অপরাধের তালিকায় শীর্ষে যোগীরাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর (এনসিআরবি) তথ্য বলছে জাতিগত বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে করা অপরাধ, ধর্মীয়ভাবে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, দলিতদের ওপর অত্যাচার, ধর্ষণ, নারীদের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণে দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে উত্তরপ্রদেশের নাম। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অধীন এই সংস্থার রিপোর্ট মানতেই চাইছেন না উত্তর প্রদেশের বিজেপি সরকারেরই মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ‘হিন্দুত্বের পোস্টারবয়’ হিসাবে খ্যাত যোগীর এই সদর্প ঘোষণায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে দলেরই অন্দরে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, মুজফফরনগর দাঙ্গা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে নতুন করে মামলা চালানো যাবে না। যেসব মামলা এতদিন ধরে তাঁর বিরুদ্ধে চলে আসছিল সেগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, ওইসব মামলার আর কোনও গুরুত্ব নেই। দেশের শীর্ষ আদালতের এই মন্তব্যে যেমন ক্ষুব্ধ হয়েছেন বিশিষ্টরা, তেমনই মুসলিম সম্প্রদায়ের অসন্তোষও চাপা থাকছে না। কারণ, বেশ কয়েক বছর আগে মুজফফরনগরে যেভাবে একতরফা মুসলিম নিধন শুরু হয়েছিল তাতে যোগী আদিত্যনাথের পরোক্ষ মদত ছিল বলেই মনে করেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

মোদী-মোকাবিলায় ভারত জুড়তে মরিয়া রাহুল গান্ধী

নিজস্ব প্রতিনিধি: দু’বছরের মাথায় লোকসভা নির্বাচন। তার আগে দল ছেড়েছেন গুলাম নবি আজাদ, কপিল সিব্বল থেকে শুরু করে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা। এই অবস্থায় ২০২৪-র ভোটের কথা মাথায় রেখে ফের পথে নামল কংগ্রেস। বুধবার

থেকে ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’ কর্মসূচি শুরু করল দেশের প্রাচীন দল। দক্ষিণের কন্যাকুমারী থেকে শুরু করে প্রায় ৩ হাজার ৫৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবেন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা। দলীয় কর্মসূচি সূচনার আগে শ্রীপেরুমবুদুরে যান রাহুল গান্ধী।

২০২৪-এ মোদী বনাম কে? বিরোধী ঐক্যে বহু মুখের ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী ঐক্য গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছে বিরোধীরা। কিন্তু বারবার প্রমাণিত হয়েছে বিরোধী ঐক্য আসলে আলেয়া। তাকে ধরা দুরুহ ব্যাপার। আর দেশের সমস্ত বিরোধী শক্তি সেই আলেয়ার পিছনেই দৌড়াচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে ততই লড়াই বাড়ছে বিজেপি-বিরোধী ঐক্যে। কে হবেন মোদী-বিরোধী মুখ? তা খুঁজে নেওয়াই এখন চ্যালেঞ্জ বিরোধীদের।

বিরোধীরা যখন ঐক্য গড়ে তোলার কসরত করছেন, তখন বিজেপি একপ্রকার নিশ্চিন্ত। বিজেপি কর্মীরা সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা ভাইরাল করেছেন। সেখানে লেখা- বিহারীরা বলবেন নীতীশ কুমার, বাঙালিরা বলবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দিল্লিবাসীরা বলবেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল আর দক্ষিণ ভারতীয়রা বলবেন কেসি রাও। তাঁরা মোদী-বিরোধী মুখ হওয়ার লড়াই করবেন আর ২০২৪-এ নরেন্দ্র মোদী পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন। এতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেষ্টা করছিলেন কংগ্রেসকে টপকে বিজেপি বিরোধী প্রধান শক্তি হয়ে ওঠার। রাহুল গান্ধীকে টপকে তিনি মোদী-বিরোধী মুখ হওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বন্ধু দলগুলিকেই পাশে পাননি এই মিশনে। কারণ কংগ্রেসকে ছাড়া বিরোধী ঐক্যের কোনও মূল্য নেই বলে মনে করে অনেকে আঞ্চলিক দলই।

⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

A Great Place for your Seccess in NEET
NEET, JEE প্রশিক্ষণের সেরা ঠিকানা
ACHIEVERS SITE
একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মিশন)
Achievers Site
For CESE XI &XII Integrated NEET FOUNDATION Class Started Few Seat Left
NEET, JEE, XI, XII (CBSE, ISC, WBHS) COACHING CUM HOSTEL SCHOOL
NEET FACULTIES ARE FROM KOLKATA, PATNA & KOTA
NEET 2021-2022 SUCCESSFUL RESULT

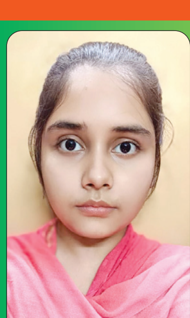
Mousimoon Fiza AIR:10747 Marks:625

Irani khatun AIR:14039 Marks:616

Payelia khan AIR:16162 Marks:611

Abu Talha AIR:28046 Marks:585

Mahir Aktab Mollah AIR:28828 Marks:584

Sk Alfaz AIR:31567 Marks:579

Iftikhar Alam Molla AIR:30037 Marks:582

Shana Parven AIR:44359 Marks:557

Salahuddin Mollah AIR:50239 Marks:558

» 24 hrs. Chemistry, Physics and Biology NEET expert faculties available for doubt clearing inside campus.
» Everyday NEET speed test and weekly part test.
» Personal care for weak students.

ADMISSION OPEN FOR 2022-23
Few Seat Left
NEET TARGET & NEET FOUNDATION COURSE
BIRSHIBPUR :: ULUBERIA::HOWRAH
Contact: 8100534347/6290567661

শিক্ষার প্রসারে একুশতম বছরে পথ হাঁটছে
মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি
একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব ড. সেখ আবদুল মুজিদ
রেজিস্টার্ড অফিস : হাল্যান ❑ বাগনান ❑ হাওড়া - ৭১১৩১২
জি.ডি. স্টাডি সার্কেলের পরিচালনায় বিগত দিনের মতো এম. ক্যাটের মাধ্যমে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণিতে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচী

আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন
চেয়ারম্যান, বোর্ড অফ্ ট্রাস্ট্রীজ

জনাব সেখ নুরুল হক
(আই.এ.এস)
চেয়ারম্যান, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি

ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে
১৭ জুলাই, ২০২২ থেকে
ফর্ম সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার শেষ তারিখ
১১ সেপ্টেম্বর, ২০২২
প্রবেশিকা পরীক্ষা :
২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ রবিবার,
বেলা ১২টায়।

২০২৩ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

যোগাযোগ
সৈঈদুল ইসলাম (সহ-সম্পাদক) মোঃ 9002 013 102
সেখ ইমদাদুল করিম (সহ-সম্পাদক) মোঃ 9733 095 821
সেখ সিদ্দিকুর রহমান (টীচার-ইন-চার্জ) মোঃ - 9735 742 094
বিস্তারিত ভাবে জানার জন্য
যোগাযোগ করুন : 7501 127 952 / 9874 774 320
মহঃ ফারুক
সম্পাদক
মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি
মোঃ-9733944615

ব্রিটেনের তৃতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে লিজ ট্রাসের নাম ঘোষণা

লন্ডন: গত দু'মাস ধরে চলা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হল সোমবার। ব্রিটেনের শাসক দল কনজারভেটিভ পার্টি নেতা ও পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নাম ঘোষণা করা হল বিদেশ সচিব লিজ ট্রাসের। এমনিতেই এই লড়াইতে এগিয়ে ছিলেন বরিস জনসনের পছন্দের প্রার্থী লিজ। সোমবার বিকেলেই ঋষি সুনককে হারিয়ে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর শিরোপা ছিনিয়ে নিলেন তিনি। থেরেসা মে ও মার্গারেট থ্যাচারের পর তৃতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন লিজ ট্রাস।

পুরো নাম মার্গারেট এলিজাবেথ ট্রাস। ১৯৭৫ সালের ২৬ জুলাই অক্সফোর্ডে জন্মগ্রহণ করেন লিজ। বাবা লিডসের বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের অধ্যপক ছিলেন তাঁর বাবা। মা ছিলেন বল্টন স্কুলের লাতিনের শিক্ষক। ২০০০ সালে হাগ ওলিয়ারিকে বিয়ে করেন ট্রাস। তাঁর দুই কন্যা সন্তান রয়েছে। লিডসের রাউনধায় এলাকায় রাউনধায় স্কুলে পড়াশোনা করতেন তিনি। মের্টন কলেজে দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে তাঁর পড়াশোনা। ১৯৯৬ সালে তিনি স্নাতক হন।১৯৯৯ সালে ২৪ বছর বয়সে শুরু হয় কর্মজীবন। চার্টাড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। পরে কেবল ও ওয়্যারলেসে নিযুক্ত হন। ২০০5 সালে সংস্থা ছেড়ে যাওয়ার আগে অর্থনৈতিক ডিরেক্টর পদে উন্নীত হন তিনি। এরপর তিনি তিনটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু হেরে যান। তারপর ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে রিফর্মের ডেপুটি ডিরেক্টর হন।

১৯৯৮ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত লুইশাম ডেপ্টফোর্ড কনসারভেটিভ অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ার পদ সামলেছেন তিনি। তারপর ২০০৬ সালে গ্রীনউইচ লন্ডন বরো কাউন্সিল নির্বাচনে লড়ে এলথাম সাউথের কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হন।২০১০ সালের ৬ মে হাউস অব কমনসের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। ২০১২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দফতরের আন্ডার সেক্রেটারি

হিসেবে নিযুক্ত হন ট্রাস। এর পাশাপাশি শিশু যত্ন, প্রাথমিক শিক্ষা, মূল্যায়ন, যোগ্যতা, পাঠ্যক্রম সংস্কার, আচরণ, উপস্থিতি ও স্কুলের খাবার পর্যালোচনার দায়িত্বও দেওয়া হয় তাঁকে। ২০১৪ সালে মন্ত্রিসভায় রদবদল হয়। সেই সময় ২০১৪ সালের ১৫ জুলাই পরিবেশ, খাদ্য ও গ্রামীণ বিষয়ক দফতরের সচিব হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। তিনি ওয়েন প্যাটারসনকে প্রতিস্থাপন করে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

২০১৬ সালে তিনি থেরেসা মে এর প্রথম মন্ত্রিসভায় জায়গা করে নেন। বিচার বিভাগের সচিব এবং লর্ড চ্যান্সেলর হিসেবে কাজ শুরু করেন। এই দায়িত্ব গ্রহণ করেই ইতিহাস তৈরি করেন তিনি। লিজই প্রথম মহিলা যিনি একই সঙ্গে এই দুটি পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এই লর্ড চ্যান্সেলরের অফিসের হাজার বছরের ইতিহাসে প্রথম মহিলা লর্ড চ্যান্সেলর হন লিজ ট্রাস।

এরপর ২০১৭ সালে ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে বছর ১১ জুলাই ট্রেসারির মুখ্যসচিব পদে উন্নীত হন তিনি। এরপর ২০১৯ সালে তাঁর রাজনৈতিক জীবন এক অন্য মোড়ের অপেক্ষায় ছিল। সবাইকে চমকে দিয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন থেরেসা মে-র পরবর্তীতে কনজারভেটিভ পার্টির নেতা হওয়ার লড়াইয়ে তিনি প্রার্থী হতে পারেন। কিন্তু শেষ অবধি তিনি বরিস জনসনকেই এগিয়ে দেন। তাঁর হয়ে প্রচার করেন। বরিসের পছন্দের রাজনীতিক হিসেবেই পরিচিত ট্রাস। বরিসকে সমর্থন করার জন্য তাঁর পদোন্নতি হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সচিব হিসেবে নিযুক্ত হন। পাশাপাশি বোর্ড অব ট্রেডের প্রেসিডেন্ট হন তিনি। বরিসের মন্ত্রিসভায় অ্যাম্বার রুডের ইস্তফার পর ট্রাসকে অতিরিক্ত মহিলা ও সমতা মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এদিকে ২০২১ সালে আরও বড় প্রাপ্তি অপেক্ষা করছিল ট্রাসের জন্য। ২১ সালের মন্ত্রিসভায় রদবদলে বৈদেশিক বাণিজ্য সচিব থেকে বিদেশ এবং কমনওয়েলথ ও ডেভেলপমেন্ট বিষয়ের সচিব করা হয়। এবং তা হয় বরিস জনসনের হাত ধরেই। মার্গারেট বেকেটের পর তিনিই দ্বিতীয় মহিলা যিনি এই অফিসের দায়িত্বে ছিলেন। ২০২১ সালেই ভাগ্য খুলছিল। আর অবশেষে ২০২২ সালে প্রধান মন্ত্রীর কুর্সিটাই নিজের নামে করে নিলেন মার্গারেট এলিজাবেথ ট্রাস।

পাকিস্তানের বন্যা-পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়ানক হচ্ছে। চারিদিকে খাবারের জন্য হাহাকার পড়ে গিয়েছে। জলের উপর খাট পেতে অস্থায়ী বাসস্থানে বন্যাবিধ্বস্তরা।

মারাত্মক ভূমিকম্পের ধাক্কায় ভয়াবহ অবস্থা চিনে

বেজিং: সোমবার মারাত্মক ভূমিকম্পের মুখোমুখি হয়েছে চিনের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত সিচুয়ান প্রদেশ। ওই অঞ্চলে একের করোনার প্রকোপ বাড়ছে, তার ওপর নজিরবিহীন খরা পরিস্থিতির মধ্যে এই ভূমিকম্প স্থানীয়দের সমস্যা অনেকটাই বাড়িয়ে দিল বলে মনে করা হচ্ছে। সোমবার স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ২৫ নাগাদ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে সিচুয়ান প্রদেশ। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ভূমিকম্পের কারণে কমপক্ষে ৪৬ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। আহতের সংখ্যা শতাধিক। মনে করা হচ্ছে, উদ্ধার কাজ আরও তৎপরতার সঙ্গে শুরু হলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

চেংডুর ২১ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা অধিকাংশ মানুষ দিনে বেশিরভাগ সময়ে বাড়ির বাইরে কাটিয়েছেন কারণ ভূমিকম্পের পর একের পর এক আফটারশকে তাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। ভূমিকম্পের কারণে জল, বিদ্যুৎ, পরিবহণ ও টেলি যোগাযোগ পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। চিনের এই ভূমিকম্পের ঘটনায় সমবেদনা জানিয়েছে ভারত। চিনের ভারতীয় দূতাবাসের তরফে টুইট করে বলা হয়েছে, ত৫ সেপ্টেম্বর সিচুয়ান প্রদেশে হওয়া ভূমিকম্পে মৃতদের শ্রদ্ধা জানাই এবং যাঁরা ভূমিকম্পে আহত হয়েছেন তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।দ

ভূমিকম্পের পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দিয়ে উদ্ধারকাজের গতি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিংপিং। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে যথাযথভাবে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন চিনা প্রেসিডেন্ট। জনগণের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রেসিডেন্ট জিংপিং জরুরি ব্যবস্থাপনা মন্ত্রক এবং অন্যান্য বিভাগকে ত্রাণ কার্য পরিচালনার জন্য সিচুয়ানে দল পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। প্রেসিডেন্টের তরফে পিপলস লিবারেশন আর্মি এবং পিপলস আর্মড পুলিশ ফোর্সকে সক্রিয়ভাবে উদ্ধারকাজে সাহায্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চিনের রেড ক্রস সোসাইটি ভূমিকম্পের পর একটি উদ্ধারকাজে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছে। তাদের তরফে ৩২০টি তাঁবু, ২,২০০টি ত্রাণ প্যাকেজ, ১,২০০টি কুইল্ট এবং ৩০০টি ফোল্ডিং বেড ত্রাণের অংশ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় পাঠানো হয়েছে। সোসাইটির তরফে উদ্ধারকার্যে সাহায্য করার জন্য বিশেষ স্বেচ্ছাসেবক দলও সেখানে পাঠানো হয়েছে।

কাবুলের রুশ দূতাবাসের সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ

প্রাণ গেল দুই রাষ্ট্রদূতের

কাবুল: ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল কাবুল। তাও রুশ দূতাবাসের সামনে। ব্যাপক বোমা বিস্ফোরণে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২০ জনের। যদিও সেই সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন দু'জন রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত। কাবুল পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, রুশ দূতাবাসের সামনে আত্মঘাতী জঙ্গি হামলা হয়েছে। তবে ওই জঙ্গি নিজে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার আগেই নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে প্রাণ গেছে তার। আরও অনুমান, শুধু রুশ দূতাবাসের সামনে নয়, শহরে একাধিক হামলা ঘটানোর পরিকল্পনা ছিল ওই জঙ্গির। সোমবার সকালে ওই জঙ্গি ব্যাপক পরিমাণ বিস্ফোরক পদার্থ জমা করে দূতাবাসের সামনে। তারপর দূর থেকে সেই বিস্ফোরক পদার্থে বিস্ফোরণ ঘটায়। ঘটনাটা ঘটানোর পর সবাই যখন ব্যস্ত সেই সময় আড়াল থেকে বেরিয়ে দূতাবাসের সামনে আসে। তাকে দেখা মাত্রই গুলি চালান নিরাপত্তারক্ষীরা। তাঁদের গুলিতেই নিকেশ হয় ওই জঙ্গি। আফগানিস্তানে এইরূপ বিস্ফোরণের ঘটনা নতুন নয়। দিন কয়েক আগেই ওই দেশের এক মসজিদে নমাজ পড়ার সময়ই ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটে। সেই বিস্ফোরণে প্রাণ গিয়েছিল অন্তত ৩৫ জনের। অনেকেই আহত হয়েছিলেন। তারপরও একাধিক বিস্ফোরণ হয় দেশের নানা জায়গায় নানা সময়ে। রুশ দূতাবাসের সামনে এহেন বিস্ফোরণ বিশ্বের কূটনৈতিক মহলে চর্চার কারণ হবে তা বলাই বাহুল্য। তবে এই বিস্ফোরণের পেছনে কে বা কারা যুক্ত তা এখনও স্পষ্ট নয়।

বন্যার কারণে জলের তলায় অর্ধেক পাকিস্তান

ইসলামাবাদ: ভয়াবহ অবস্থা পাকিস্তানের। ঐতিহাসিক বন্যায় পাকিস্তানের এক-তৃতীয়াংশ সম্পূর্ণভাবে তলিয়ে গেছে, এমনটাই জানিয়েছেন দেশের জলবায়ু মন্ত্রী। বিস্তীর্ণ এলাকা বানভাসি! বিধ্বংসী আকস্মিক বন্যায় রাস্তা, বাড়িঘর এবং ফসল ভেসে গিয়েছে। কয়েক লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এই বন্যায়। খাওয়ার জল পর্যন্ত নেই। পাকিস্তানের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন মৌসুমী বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ১ হাজার ৩০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। কারণ এখনও পর্যন্ত বন্যার কারণে দেশের পাহাড়ী এলাকার গ্রামগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। কয়েক-শ পাহাড়ী গ্রাম এখনও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে।

শেরি রেহমান বলেন, ‘‘এটি এক বিশাল সমুদ্র, জল পাম্প করার মতো কোনও শুষ্ক জমি নেই’’। এই গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টি এক দশকের মধ্যে রেকর্ড করা সবচেয়ে ভারী বৃষ্টি। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য এই ভয়াবহ অবস্থা বলে জানান সরকার। দেশের বড় অংশ ডুবে আছে— বিশেষ করে দক্ষিণে বেলুচিস্তান, খাইবার পাখতুনখাওয়া এবং সিন্ধু প্রদেশ। খাইবার পাখতুনখোয়া (১৩৮) এবং বেলুচিস্তানে (১২৫) এবং সিন্ধুতে কমপক্ষে ১৮০ জন এখনও পর্যন্ত মৃত। বন্যার কারণে কমপক্ষে ১৪,৬৮,০১৯টি বাড়ি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ৭,৩৬,৪৫৯টি গবাদিপশু মারা গিয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা মন্ত্রী শাজিয়া মারি বলেছেন, এখন পর্যন্ত ৭২৩,৯১৯ পরিবার ২৫,০০০ নগদ ত্রাণ (পরিবার প্রতি) পেয়েছে এবং ১৮.২৫ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে বন্যা খাতে। বাস্তুচ্যুতির কারণে বর্তমানে বেলুচিস্তান, খাইবার পাখতুনখাওয়া, সিন্ধু এবং পাঞ্জাবজুড়ে ত্রাণ শিবিরে ৫,০০,০০০ এরও বেশি মানুষ বসবাস করছেন।বন্যায় দেশের এক তৃতীয়াংশকে প্লাবিত করেছে। ৩৩ মিলিয়নেরও বেশি মানুষকে প্রভাবিত করেছে। এর আগে চারটি তাপপ্রবাহ এবং একাধিক বিক্ষুব্ধ ঘটনা ঘটেছে যেখানে বনে আগুন লেগেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে।

বিবিধ

মাত্র আড়াই বছর বয়সে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে বারাকপুরের অনুপ্রভা

বিশেষ প্রতিনিধি: বয়স মাত্র আড়াই বছর। এইটুকু বয়সে মুখে সবেমাত্র আধো আধো বুলি ফোটে। অথচ, সেই বয়সেই ১৭টি বিষয়ে নিজের প্রতিভা দেখিয়ে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নিজের নাম খোদাই করে ফেলল অনুপ্রভা। উত্তর ২৪ পরগনা নব বারাকপুরে বাসিন্দা অনুপ্রভা দেবনাথ। মেয়ের স্বীকৃতিতে আপ্লুত পরিবার থেকে শুরু করে পাড়া প্রতিবেশীরা।

অনুপ্রভার মা গায়েত্রী পাঠক ও বাবা রাজীব দেবনাথ দুজনেই শিক্ষকতা করেন। রাজীববাবু আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজের অধ্যাপক। গায়েত্রী দেবী প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা। মেয়ের যখন মাত্র ১৭ মাস বয়স, ঠিক সেই সময়ই মেয়ের অসামান্য স্মৃতি শক্তির প্রতিভার খোঁজ পান তাঁরা। মোবাইলের একাধিক ক্ষতিকর দিক থাকলেও ছোট্ট অনুপ্রভাকে মোবাইল দেখতে দিতেন মা-বাবা। মোবাইলে ছোটদের কবিতা চালিয়ে অনুপ্রভার হাতে দিতেন। আর সেই কবিতা শুনে শুনে মাত্র ১৭ মাস বয়সেই তার মুখ থেকে কবিতা আওরাতে লক্ষ্য করেন তাঁরা। সেই থেকে অনুপ্রভাকে তৈরি করার একটা প্রয়াস শুরু হয়। মা গায়েত্রী পাঠক অবসর সময়ে মেয়েকে নিয়ে বসে বিভিন্ন বিষয় শেখাতে শুরু করেন।

কী নেই অনুপ্রভার স্মৃতিতে? একাধিক কবিতা, ২৯ রাজ্যের রাজধানীর নাম, মানবদেহের ২০টি বিভিন্ন অংশ চিহ্নিতকরণ, একটি করে শধ সহযোগে ইংরেজি বর্ণ, একটি করে বাক্য সহযোগে বাংলা স্বরবর্ণ, ইংরেজিতে বারোটি মাসের নাম, সপ্তাহের সাতদিনের নাম, পৃথিবীর সবকটি মহাদেশের নাম, এছাড়াও রঙ, ফল, আকৃতি, সরস্বতী প্রণামমন্ত্র, যোগাসন। সব মিলিয়ে ১৭টি বিষয় শিখে ২ বছর ৩ মাসেই অনুপ্রভা দেবনাথকে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে অংশগ্রহণ করার জন্য তৈরি করে ফেলা হয়। মাত্র ২ বছর ৪ মাসেই রেকর্ডস গড়ে ফেলার স্বীকৃতি অর্জন করে অনুপ্রভা।

২০২৪-এ মোদী বনাম কে? বিরোধী ঐক্যে বহু মুখের ভিড়

প্রথম পাতার পর

ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় ফ্রন্টের পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। সমস্ত আঞ্চলিক দলগুলিকে বিজেপির বিরুদ্ধে এককাট্টা করতেই বারবার ব্যর্থ হয়েছেন সবাই। কিছু কিছু দল সবসময়ই ঐক্য গঠনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকী কংগ্রেস যখন সবাইকে এক করার চেষ্টা নিয়েছে, কখনও তৃণমূল, কখনও আপ, কখনও টিআরএস বেঁকে বসেছে। অনেকে ক্ষেত্রেই বেঁকে বসেছে সমাজবাদী পার্টি ও বহুজন সমাজ পার্টিও। আর ওয়াইএসআর কংগ্রেস ও বিজু জনতা দল তো এনডিএ-তে না থেকেও বিজেপির সমর্থনে গলা মিলিয়েছে। এই অবস্থায় বিহারের বিজেপির জোট ছেড়ে মহাজোটে যোগ দিয়েছেন জেডিইউ সুপ্রিমো নীতীশ কুমার। সম্প্রতি তিনি বলেন, যদি সমস্ত বিরোধী দল একজোট হয়ে লড়াই করতে পারে, তবে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ৫০-এর নীচে নেমে যাবে। তিনি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে হারানোর জন্য সুর তোলেন। সুর তোলেন ২০২৪-এ বিজেপি বিরোধী জোট গড়ে তোলার ব্যাপারেও। সম্প্রতি তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী তথা টিআরএস সুপ্রিমো কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের সঙ্গে বৈঠক করেছেন নীতীশ কুমার। আবার দিল্লিতে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক করে এসেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কেসি রাও তো আগে থেকেই বিরোধী ঐক্যের বাদ্যি বাজিয়েই চলেছেন। কিন্তু সেইসব সুরকে সম্মিলিত করার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে না। এই মহাজোটে কেসিআর আর নীতীশ কুমার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বা মোদী বিরোধী মুখ হওয়ার উচ্চাকাঙ্খা প্রকাশ করেননি। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের মুখ তা না বললেও তাঁর দল বরাবর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রোজেক্ট করে গিয়েছেন। মোদী-বিরোধী প্রধান মুখ হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েকে তুলে ধরার একটা স্লোগান জারি রেখেছে তৃণমূল। সম্প্রতি দিল্লিতে উপস্থিত থেকেও বিরোধী ঐক্যের বৈঠকে যাননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বরং মহাজোটে যোগ দিয়েই নীতীশ কুমার কংগ্রেস থেকে শুরু করে সিপিএম, আপ, টিআরএস এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে বৈঠক করে এসেছেন।

তবে এখানে একটা জিনিস মানতেই হবে, বিরোধী ঐক্যের কথা বলা আর বিরোধী ঐক্য গড়ে তোলা আকাশ-পাতাল তফাৎ। ২০১৪ সালে বিজেপিও এককভাবে ক্ষমতা পরিবর্তন করেনি। তারাও কিছু বিরোধীকে এক জায়গায় এনে কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। কিন্তু সেই যুদ্ধে ছিল বিজেপির একজন প্রধান মুখ। মোদীর ক্যারিশ্মা, মেরুকরণের রাজনীতি এবং সমাজকল্যাণমূলক পরিকল্পনার বীজ মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে সম্ভবপর হয়েছিল বলেই বিজেপি ক্ষমতায় ফিরেছিল। সম্প্রতি একের পর এক রাজ্যে বিরোধী ঐক্য গড়ে তোলার কথা বলা হলেও, তা ব্যর্থ হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিরোধীদের বিচ্ছিন্ন করে রেখে শেষ হাসি হেসেছে বিজেপি। এমনকী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দেখা গিয়েছে সেই একই ছবি। এনডিএ-র পক্ষেই গিয়েছে রায়। ২০২৪-এও সেটাই হবে।

বিজেপি-জুজু দেখাচ্ছে তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি আইমার ভেতরে থেকে ‘তৃণমূলের দালালি’ করা নেতাদের সাবধান করে দেন তিনি। আইমা যে মুসলমানদের সংগঠন নয়, এদিনের সম্মেলন থেকে তা আরও একবার পরিষ্কার করে দেন সৈয়দ রুহুল আমিন। তিনি জানান হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকেই পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থী করা হবে। একইসঙ্গে সংগঠনের ‘তৃণমূলপন্থী’ নেতাদের প্রতি তাঁর হুঁশিয়ারি, তৃণমূলের আশপাশে ঘুরঘুর করতে দেখলে সেই মুহূর্তে তাঁকে আইমা থেকে বহিষ্কার করা হবে। অন্যদিকে জনসংযোগ বাড়ানোর জন্য আইমা নেতৃবৃন্দকে নির্দেশ দেন তিনি। কেননা মানুষের কাছে না পৌঁছালে, তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী না হলে মানুষও আইমাকে গ্রহণ করবে না বলে মত ব্যক্ত করেন আইমা সম্পাদক। এদিকে ব্লক সম্মেলনের মঞ্চ থেকে ব্লক নেতৃত্বকে তিন মাসের ‘ডেডলাইন’ বেঁধে দেন রুহুল আমিন ভাইজান। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কাজ করতে না পারলে ব্লক নেতৃত্বের পদ থেকে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হবে বলে সতর্ক করেন তিনি।

বিজেপিকে হটাতে নয়া ফর্মুলা তৃণমূলের

বিশেষ প্রতিনিধি: তৃণমূল কংগ্রেস এতদিন বিজেপি বিরোধী প্রধান মুখ হয়ে ওঠার লক্ষ্যে ভিনরাজ্যের বিরোধী দলের সঙ্গে সমঝোতা তৈরি করেছিল। চেষ্টা করছিল কংগ্রেস ব্যতিরেকে তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ে তুলতে। কিন্তু এখন তাঁরা অন্য ফর্মুলায় হাঁটতে চাইছে। তৃণমূল এখন জোর দিয়েছে রাজ্যভিত্তিক বিরোধী জোটের তত্ত্বে। সেটাই সবথেকে বেশি কার্যকর হবে বলে ধারণা তাঁদের।

সম্প্রতি বিজেপির সঙ্গ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে নীতীশ কুমারের জেডিইউ। নীতীশ কুমার আবার কংগ্রেসে-আরজেডির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিহারে সরকার গঠনও করেছে। তিনি সক্রিয় হয়েছেন ২০২৪-এ বিজেপি বিরোধী জোট গড়ে তোলার ব্যাপারে। সম্প্রতি তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী তথা টিআরএস সুপ্রিমো কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের সঙ্গে তাঁর বৈঠকও হয়েছে। তিনি আবার দিল্লিতে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক করে এসেছেন। এই অবস্থায় বিজেপিকে পরাস্ত করতে তৃণমূল অন্য ফর্মুলা নিল। তৃণমূল চাইছে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে নিজ নিজ রাজ্যে আঞ্চলিক রাজনীতির ফর্মুলা মেনে জোট করতে। বিজেপির বিরুদ্ধে কোনও দলেই তাঁদের আপত্তির কথা তাঁরা তুলে ধরতে চাইছে না। কংগ্রেসের প্রতি তাঁরা নমনীয় হওয়ার পাশাপাশি জেডিইই নিয়েও কোনও আপত্তির কথা তাঁরা তুলে ধরছেন না।

তৃণমূলের বক্তব্য, ২০২৪-এ বিজেপিকে হারানোই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সবার। সেই কারণে মহারাষ্ট্রে যেমন শিবসনেতা, এনসিপি ও কংগ্রেস জোট করে লড়াই করছে, তামিলনাড়ুতে ডিএমকে ও কংগ্রেস জোট করে লড়াই করছে, বিহারেও তেমনই আরজেডি, কংগ্রেস, বামেদের সঙ্গে মহাজোট করে জেডিইউ লড়াই করলেও আপত্তি নেই তৃণমূলের। তাঁরা চাইছে, এক ও একমাত্র লক্ষ্য হোক বিজেপিকে হারানো। কিন্তু এখানে প্রশ্ন প্রতিটি রাজ্যের সমীকরণ মেনে যেমন আঞ্চলিক স্তরে জোট গড়ার কথা বলছে তৃণমূল, সেক্ষেত্রে বাংলার জোট সমীকরণ কী হবে? তৃণমূল কি কংগ্রেস বা সিপিএমকে নিয়ে এই নমনীয়তা দেখাবে? কংগ্রেস বা সিপিএম তথা বামফ্রন্টকে কোনও জমি ছাড়বে? তৃণমূলের সাফাই, যে রাজ্যে যে দল শক্তিশালী সেই লড়াই করবে। বাংলায় বিজেপির বিরুদ্ধে কংগ্রেস বা সিপিএমের লড়াই করে জেতার ক্ষমতা নেই, তা আগেই প্রমাণিত হয়েছে। তাহলে এখানে তৃণমূলকেই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

বাংলার মতো সমস্যা রয়েছে তেলেঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, পাঞ্জাবেও। সেখানে কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপি বিরোধী দল টিআরএস, সমাজবাদী পার্টি ও আম আদমি পার্টির সঙ্গে মিলিত হয়ে লড়াই করার সম্ভাবনা নেই। এক্ষেত্রে ত্রিমুখী লড়াই সম্ভাবনা প্রবল। ফলে বিজেপির বিরুদ্ধে যে সমস্ত রাজ্যেই জোট হবে বা একের বিরুদ্ধে এক লড়াই হবে, তার সম্ভাবনা ক্ষীণ। সম্প্রতি নীতীশ কুমার বলেন, যদি সমস্ত বিরোধী দল একজোট হয়ে লড়াই করতে পারে, তবে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ৫০-এর নীচে নেমে যাবে। তিনি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে হারানোর জন্য সুর তোলেন। এদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কেসি রাও-ও সুর চড়িয়েই চলেছেন। কিন্তু সেইসব সুর সম্মিলিত হচ্ছে না। সবাই যে যাঁর মতো সুর চড়িয়েই যাচ্ছেন। আর বিজেপি তার নিজের মতো ঘুঁটি সাজিয়ে চলেছে।

বিজেপি সম্প্রতি রাজ্যে রাজ্যে সরকার ভাঙার খেলা ফের শুরু করেছে। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রে সরকার ভেঙেছে বিজেপি। শিবসেনাকে ভেঙে তাদেরই একাংশকে নিয়ে বিজেপি সরকারে এসেছে। উল্টে নীতীশ কুমারকে বিহার থেকে সরাতে গিয়ে পাল্টা চালে কিস্তিমাত হয়ে গিয়েছে বিজেপিই। ফলে জোর ধাক্কা খেয়েছে তারা। বিহারের পাল্টা মণিপুরে জেডিইউকে ভাঙিয়ে নিয়েছে তারা।

শীর্ষে যোগীরাজ্য

প্রথম পাতার পর

এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা যে প্রশ্নটি তুলছেন তা হল, গুজরাট দাঙ্গায় অভিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সুপ্রিম কোর্টের ক্লিনচিট দেওয়া আর যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে মামলা চালাতে বারণ করার প্রধান কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে, মামলাগুলি এখন অপ্রাসঙ্গিক। তাহলে এই অপ্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সমাজকর্মী তিস্তা শীতলাবাদের বিরুদ্ধে কেন মামলা চলবে? কোন আইন অনুযায়ী আদালত তাঁর জামিন দিতে বার বার অস্বীকার করেছে? (যদিও সম্প্রতি অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেয়েছেন তিস্তা।) সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের বিজনৌরে ২৬৭ কোটি টাকার একটি প্রকল্পের সূচনা করতে গিয়ে যোগী আদিত্যনাথ দাবি করেন, শেষ পাঁচ বছরে নাকি তাঁর রাজ্যে কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। উত্তরপ্রদেশ নাকি ‘অপরাধমুক্ত’ রাজ্য। যদিও যোগীর এহেন দাবির সারবত্তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন নেট নাগরিক থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ। যোগীর দাবিকে হাস্যকর বলে কটাক্ষ করেছেন তাঁরা।

মৌলানা আজাদ অ্যাকাডেমিতে শিক্ষক দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি: যথাযথ মর্যাদায় শিক্ষক দিবস পালন করল মৌলানা আজাদ অ্যাকাডেমির ছাত্ররা। ওইদিন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বরণের পাশাপাশি শিক্ষকদের সম্মান জানানো হয়। অ্যাকাডেমির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সানাদুল করিম স্বরচিত কবিতা পরিবেশন করেন। মৌলানা আজাদ অ্যাকাডেমির সম্পাদক মহম্মদ ফারুক শিক্ষক দিবসের গুরুত্ব আলোচনা করেন। সেই সঙ্গে অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা, অভিভাবক, শিক্ষাবিদ মহরুম আলহাজ ড. আবদুল মুজিদ সাহেবের স্বপ্নকে বাস্তবে যাতে আরও ত্বরান্বিত করা যায় সেই বিষয়ে আলোকপাত করলেন। অ্যাকাডেমির কর্তৃপক্ষও দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে। সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে মধুর সম্পর্ক হওয়া উচিত। তবেই পড়ুয়ারা পড়াশোনায় অনেকাংশে পারদর্শী হতে পারবে।

অ্যাকাডেমির কর্তৃপক্ষ বাইজুল হোসেন বলেন, আদর্শ শিক্ষক হতে হলে তাঁর গুণাবলীগুলি হওয়া বা চাহিদাগুলি থাকা বাঞ্ছনীয়। তবেই সেই শিক্ষক আদর্শ শিক্ষক হতে ও পারবে। খাজনাবাহানা হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মনিরুল ইসলাম বলেন, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা আমাদের অধিকার। শিক্ষক সারা জীবনের জন্য শিক্ষক যা আমাদের ভালোবাসার অর্ঘ্য সাজিয়ে দেয়। তিনি আরও বলেন, শিক্ষকদের পেশাগত দিক দিয়ে সাফল্য হলে হবে না, মানবিক দিক দিয়ে সাফল্য হতে হবে। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, পড়ুয়ারা আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। নিজের লক্ষ্যে পৌঁছনোর মানসিকতা থাকলে তবেই সেই সাফল্য লাভ করতে পারবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৌলানা আজাদ অ্যাকাডেমির সহ সম্পাদক সেখ ইমদাদুল করিম, সইদুল ইসলাম, টিচার-ইনচার্জ সেখ সিদ্দিকুর রহমান, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আবদুল মালের, হাবিবুর রহমান, সইদুল আকতার, হাল্যান হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ড. কুসুমউদ্দিন প্রমুখ।

পশ্চিম মেদিনীপুর শহরে শিক্ষক দিবস পালন আইমা নেতৃত্বের

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে পূর্ব মেদিনীপুর-সহ সমগ্র রাজ্যজুড়ে আইমার পক্ষ থেকে পালিত হল শিক্ষক দিবস। আইমা কর্মী ও নেতৃত্ব সাড়ম্বরে উদযাপন করলেন বিশেষ এই দিনটি। এই ধারাতেই সংগঠনের সদস্যরা পশ্চিম মেদিনীপুর শহরে শিক্ষক দিবস পালন করলেন সোৎসাহে। সেখানকার প্রায় ৫০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অধ্যাপককে সংবর্ধিত করা হল আইমার পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন আইমাপ্রেমী অসংখ্য ব্যক্তিবর্গ।

এদিনের অনুষ্ঠানে জাতীয় শিক্ষক ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ সম্পর্কে সকলেই কমবেশি আলোচনা করেন। একইসঙ্গে আইমা কেন এই শিক্ষক দিবস উদযাপন করছে সে বিষয়ে সবিস্তার ব্যাখ্যা করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। আলোচনা করেন উপস্থিত অধ্যাপকরাও। তাঁদের বক্তব্যের মাঝে

উঠে আসে বিগত দিনের শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রসঙ্গ ছাড়াও বর্তমান গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত একশ্রেণির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কথা। যাঁরা সমাজ গড়ার কারিগর তাঁরা কেন সমাজে কলুষ বয়ে নিয়ে আসেন সে সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করেন অনেকেই।

আইমার কেন্দ্রীয় নেতা শিক্ষক হাজি বদরুদ্দোজা তাঁর বক্তব্যে বলেন, প্রতিটি শিক্ষককে ছাত্রদের সঙ্গে পুত্রসুলভ আচরণ করতে হবে। অপরদিকে ওড়িশা ও পশ্চিম মেদিনীপুরের অবজার্ভার তথা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমার প্রাক্তন সম্পাদক হাজি সেখ জামশেদ আলি বলেন, পার্লামেন্টে যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা ও শিক্ষিত হলেও সুশিক্ষায় শিক্ষিত নন। কারণ তাঁদের আচরণ তাঁদেরকে মৌলিক শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। আমাদেরকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যে শিক্ষা দেশ ও দশের কল্যাণের কাজে আসবে। সেইসঙ্গে সমাজ সচেতনতার কাজ করবে। তাঁর আরও সংযোজন, আমাদের সকলের প্রধান শিক্ষক নবি মহম্মদ সা। এটা ভুলে গেলে চলবে না। আইমার কর্ণধার পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানও যে আমাদের শিক্ষক এ কথা ভুলে গেলে আমাদের ক্ষতি হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

এদিনের অনুষ্ঠান থেকে সকলকে আইমার হাত শক্ত করার অনুরোধ জানান উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষকরা, যাতে দেশ ও দশের কল্যাণে কাজ করতে পারে আইমা। শিক্ষক দিবসের এই মহান কর্মসূচিতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম মুখ হাজি বদরুদ্দোজা, ওড়িশা ও পশ্চিম মেদিনীপুরের অবজার্ভার হাজি জামসেদ আলি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পিংলা ব্লক, দাসপুর ব্লক ও জেলা আইমার বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ। ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক, শিক্ষকবৃন্দ এবং আইমার সোশ্যাল মিডিয়ার পক্ষ থেকে সাদ্দাম আলি খান ও সেখ মেসবাহউদ্দিন প্রমুখ।

নন্দকুমার ব্লক যুব আইমার উদ্যোগে শিক্ষক দিবসে সংবর্ধনা জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি: নন্দকুমার ব্লক যুব আইমা ইউনিটের উদ্যোগে সাড়ম্বরে পালিত হল শিক্ষক দিবস। গত ৫ সেপ্টেম্বর ওই ব্লকের ৮ নম্বর অঞ্চল রাউতুরি আইমা ইউনিটের উদ্যোগে রাউতুরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন ওই ইউনিটের সভাপতি সেখ মাবুদ, সম্পাদক আসাদুল সেখ, অবজার্ভার সুলতান সিদ্দিক প্রমুখ। পাশাপাশি নন্দকুমার ব্লক যুব আইমা ইউনিট ব্লকের বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক এবং শিক্ষিকাদের সংবর্ধিত করে। ব্লকের পরমহংসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। ওইসব বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা আইমার এই উদ্যোগে অত্যন্ত আপ্লুত হয়ে পড়েন। আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের

মঙ্গল কামনা করে তাঁরা প্রার্থনা করেন, তিনি যেন আরও বেশি বেশি করে সমাজের জন্য, মানুষের জন্য কাজ করতে পারেন। এদিনের এই কর্মকাণ্ডে উপস্থিত ছিলেন নন্দকুমার ব্লক আইমার প্রাক্তন সম্পাদক সেখ আজগর আলি, ব্লকের যুব সদস্য সেখ আসিক, সেখ রব্বেল, সেখ

বরকতি হাই মাদ্রাসা, শীতলপুর মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্র, শীতলপুর মক্তব সামিম, সেখ আসিফ, সেখ মেহেতাব, সেখ আতাবুল প্রমুখ।

সম্প্রতি পাঁশকুড়া পৌর অঞ্চলের আইমার নতুন কর্মীদের নিয়ে সংগঠনের হেড কোয়ার্টারে একটি সাংগঠনিক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সম্মানীয় ভাইজান সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব।

শিক্ষক দিবসকে উপলক্ষ করে গত ৫ সেপ্টেম্বর কোলাঘাট ব্লকের অন্তর্গত নন্দাইগাজন আইমা মহিলা কমিটির উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হল।

আইমার খারুই-২ অঞ্চল এবং কাখর্দা-৩ নম্বর অঞ্চলে নতুন ইউনিটগুলোতে আসন্ন ব্লক সম্মেলনের আমন্ত্রণলিপি বিতরণ করা হল সম্প্রতি।

নরগ্রাম যুব আইমা ইউনিটের শিক্ষক দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের গত ৫ সেপ্টেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চণ্ডীপুর ব্লক ৪ নম্বর অঞ্চলের নরগ্রাম যুব আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে মহা সমারোহে পালিত হল শিক্ষক দিবস। চাকনান পল্লিশ্রী শিক্ষা নিকেতন এবং ভগবানখালি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংবর্ধনা জানানো হয় এদিন। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নরগ্রাম আইমা ইউনিটের সম্পাদক সাবির খান, সভাপতি সেখ হবিবুল, অবজার্ভার সেখ তাহের। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নরগ্রাম আইমা ইউনিটের সদস্যবৃন্দ এবং আইমার সোশ্যাল মিডিয়ার সদস্য সেখ সেইদুল্লা ও সেখ রফিকুল।

কাঞ্চনপুর যুব আইমা সংবর্ধিত করল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস উপলক্ষে মহিষাদল ব্লকের অন্তর্গত কাঞ্চনপুর আইমা যুব ইউনিট সংবর্ধিত করল একঝাঁক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে। ইউনিটের উদ্যোগে কাঞ্চনপুরের ঐতিহ্যপূর্ণ কাঞ্চনপুর মিলন বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয় এবং প্রখ্যাত মাদ্রাসা মোস্তাফা মাদানিয়া কাঞ্চনপুরের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় উপহার-সামগ্রী। শিক্ষক দিবসের ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে বহুদিন ধরে এই দিনটিকে পালন করে আসছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে শিক্ষক দিবসের দিনটিকে স্মরণে রেখে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো হল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। আইমার পক্ষ থেকে সংবর্ধিত হয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তাঁরা। সংগঠনের সমৃদ্ধি এবং শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে এই উদ্যোগের প্রশংসা ঝরে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ থেকে।

অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত কুলপির মোল্লারচকে কুলপি ব্লক কমিটি গঠিত হয়ে গেল গত ৪ সেপ্টেম্বর। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বিশিষ্ট নেতৃত্ব।

হলদিয়া ব্লক আইমার পক্ষ থেকে শিক্ষক দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানানো হল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের।

অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পাঁশকুড়া ব্লকের অন্তর্গত কানাশি কিশোরচক আইমা ইউনিটের উদ্যোগে চলছে সদস্য সংগ্রহ অভিযান।

শিক্ষক দিবস উপলক্ষে পাঁশকুড়া পৌরসভার অন্তর্গত রূপদয়পুর ১৬ নং ওয়ার্ড আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে স্থানীয় অঞ্চলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংবর্ধিত করা হল।

গত কয়েকদিন আগে হলদিয়া ব্লক আইমা অফিসে একটি সাংগঠনিক সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হলদিয়া ব্লক আইমার সভাপতি স্বর্ণকমল দাস, সম্পাদক মুরশেদ আলি ছাড়াও জেলা, ব্লক ও অঞ্চল নেতৃবৃন্দ।

সাড়ম্বরে শিক্ষক দিবস পালন করল সুতাহাটা ব্লক আইমা ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহা সমারোহে শিক্ষক দিবস পালন করল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সুতাহাটা ব্লক আইমা ইউনিট। সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে শিক্ষকদের সম্মান জানানো হল ইউনিটের মাধ্যমে। সুতাহাটা ব্লক আইমা ইউনিটের উদ্যোগে চৈতন্যপুর অঞ্চলের অন্তর্গত বাজিতপুর হরিজনপল্লি শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষক দিবসের এই অনুষ্ঠান পালন করা হল। শিক্ষকদের হাতে ডাইরি, কলম এবং স্মারক তুলে দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয় এদিন। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের জন্য খাতা, কলম, পেন্সিল, রাবার,

পেন্সিল কাটার এবং টিফিনের ব্যবস্থা করেন আইমা সদস্যরা। এদিন শিক্ষক দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরা হয় উপস্থিত শিক্ষার্থীদের সামনে। জাতীয় শিক্ষক ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণানের জীবন নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আইমার এই উদ্যোগে যারপরনাই খুশি শিক্ষক থেকে শিক্ষার্থী সকলেই।

নন্দকুমার ব্লকে আইমার বিস্তারে ভূমিকা নেতৃত্বের

নিজস্ব প্রতিনিধি: নতুন করে আবার নন্দকুমার ব্লকে বিস্তার লাভ করল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের নতুন একটি কমিটি গঠিত হল সেখানে। আইমার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার ব্লকের ৮ নম্বর অঞ্চলের মান্দারগেছা গ্রামে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল একটি সাংগঠনিক আলোচনাসভা। পাশাপাশি নতুন প্রতিবেশী সমাজ থেকে অনেক হিন্দু ভাইয়েরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ভাইজানের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে জানান, জাতিধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কাজ করবেন।

ভাইজানের এই লড়াইয়ে তাঁরাও সামিল হবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। বিশেষ আলোচনাসভা

কমিটিও গঠিত হল এদিন। এখানকার সাধারণ মানুষ আইমা নেতৃত্বের কাছে অঙ্গীকার করেন যে, আগামী দিনে তাঁরা আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের চিন্তাধারা ও নীতি-আদর্শকে সামনে রেখে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কাজ করবেন।

এদিনের এই বিশেষ কর্মসূচিতে এবং নতুন কমিটি গঠনের এই মহতী কর্মযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন নন্দকুমার ব্লক আইমার যুব নেতৃত্ব সেখ সারুক, সেখ সাইফুল, মান্দারগেছা আইমা নেতৃত্ব সেখ ইসরাইল প্রমুখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেখ ইসরাইলের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে পেরে অত্যন্ত খুশি আইমা কর্মীরা।

কাকদ্বীপ ও নামখানায় শিক্ষকদের সম্মানিত করলেন আইমা সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৫ সেপ্টেম্বর সোমবার ছিল জাতীয় শিক্ষক দিবস। যে কোনও জাতির মেরুদণ্ড হচ্ছেন শিক্ষকরা। তাঁদের ওপরে অনেকাংশেই নির্ভর করে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। শিক্ষকদের এই অবদানের কথা মাথায় রেখেই অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কাকদ্বীপ আইমা ইউনিটের তরফ থেকে এদিন কাকদ্বীপের বিভিন্ন এলাকার বরেণ্য সমাজসেবী শিক্ষকদের সংবর্ধনা জানানো হল। আইমা কর্মীরা সেইসব বিশিষ্ট শিক্ষকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের সংবর্ধিত করলেন। প্রথমেই উত্তরীয় পরিয়ে তাঁদের বরণ করে নেওয়া হয়। তারপর তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুষ্পস্তবক, মিষ্টির প্যাকেট, নানা উপহার সামগ্রী, আইমার ব্রোশিয়োর প্রভৃতি। একইসঙ্গে আইমা সদস্যরা তাঁদের হাতে তুলে দেন একটি করে স্মারকলিপি। বিশিষ্ট এই শিক্ষকদের অভ্যর্থনা জানিয়ে আইমা নেতৃত্ব বলেন, শিক্ষকরা এই সংবর্ধনার যোগ্য প্রাপক। আমাদেরও দায়বদ্ধতা রয়েছে তাঁদেরকে সম্মান জানানোর।

অন্যদিকে, নামখানা গনেশনগর আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকেও শিক্ষক দিবস উপলক্ষে স্থানীয় প্রতিটি স্কুলে গিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্মান জানানো হয়।পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের শ্রদ্ধা জানান আইমা কর্মীরা। সামান্য উপহার সামগ্রীও তুলে দেওয়া হয় প্রত্যেক শিক্ষকের হাতে। আইমার এই উদ্যোগে অত্যন্ত খুশি তাঁরা।

পাঁশকুড়া পৌর আইমার উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন নজির স্থাপন করেছে অনেকদিন আগেই। আইমার এই উদ্যোগ জনমানসে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে অত্যন্ত মর্যাদা পেয়েছে সংগঠনের এই উদ্যোগ। তাঁরা সার্বিকভাবে চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়ার জন্য তাই ছুটে আসেন আইমার উদ্যোগে পরিচালিত চিকিৎসা পরিষেবাকেন্দ্রে। এবার সংগঠনের পাঁশকুড়া পৌর ইউনিটের উদ্যোগে ১৬ নম্বর ওয়ার্ড আইমা অফিসে ফ্রি মেডিকেল চেক আপ অর্থাৎ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করা হল। সুগার টেস্ট ছাড়াও রক্ত পরীক্ষা করিয়ে গ্রুপ নির্ণয় এবং ইসিজির ব্যবস্থা করা হয় এই পরিষেবাকেন্দ্র থেকে। প্রায় সত্তরজন মানুষ এখানে

এসে পরিষেবা গ্রহণ করেন। এদিনের এই মহতী কর্মসূচিতে আইমার ওই ইউনিটের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সোশ্যাল মিডিয়ার সক্রিয় সদস্য সেখ শানেওয়াজ হোসেন ও সাদ্দাম আলি খান।

আইমার সদস্যপদ গ্রহণ একাধিক হিন্দু পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার কোলাঘাট ব্লকের অন্তর্গত সিদ্ধা-২ অঞ্চলের গোপালনগর গ্রামের হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলের স্থানীয় হিন্দু-পরিবারগুলি আইমার সদস্য পদ গ্রহণ করলেন। জানা গিয়েছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা আইমার ছাতার তলায় এসেছেন। আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নীতি-আদর্শের কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছেন তাঁরা। তাই সেই নীতি-আদর্শকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন আইমার এই নতুন সদস্যরা। আইমা সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের হাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আইমা নেতৃত্ব ও কর্মীদের উদ্যোগে এদিন স্থানীয় অঞ্চলে একটি সংগাঠনিক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
১১ সফর ১৪৪৪ হিজরি ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ ০ ২৩ ভাদ্র ১৪২৯ ০ শুক্রবার

নাম-মাহাত্ম্য

'পাপ্পু' শব্দবন্ধটি ভারতীয় রাজনীতিতে ইদানীং বেশ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মূলত 'অযোগ্য' বা 'বোকা' অর্থেই এই শব্দটি ব্যবহার করছেন রুচিহীন বিজেপি নেতারা। সংসদে নরেন্দ্র মোদী বা অমিত শাহ রাহুল গান্ধীকে 'পাপ্পু' সম্বোধন করে এক সময় হাসির খোরাক করে তুলেছিলেন। তারপর থেকেই মোটামুটি পাপ্পু কথাটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে মোদী-শাহ বোধহয় ভাবতে পারেননি যে এই 'পাপ্পু' শব্দটিই একদিন বুমেরাং হয়ে তাঁদের দিকে ফিরে আসবে। যাঁর সৌজন্যে নতুন করে আবার 'পাপ্পু' নিয়ে চর্চা চলছে তিনি হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। সম্প্রতি প্রায় সাত-আট ঘণ্টা ধরে ইডির জেরার মুখ থেকে ফিরে এসে অভিষেক বেনজিরভাবে আক্রমণ করলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। চাঁচাছোলা ভাষায় তাঁকে অভিহিত করলেন 'ভারতের সবচেয়ে বড় পাপ্পু' হিসাবে। ব্যাপার হচ্ছে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীরাও অমিত শাহকে 'খিল্লি' করতে মাঠে নেমে পড়েছে। এমনকী ক'দিন ধরে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ জহর সরকারের সঙ্গে দলের দূরত্ব বাড়লেও তিনিও 'ভারতের সবচেয়ে বড় পাপ্পু' লেখা টি-শার্ট-এর ছবি শেয়ার করেছেন ট্যুইটারে। প্রশ্ন এখানেই। প্রথমত মোদী-শাহের অযোগ্যতা, নিম্ন রুচির মানসিকতা বা অশিক্ষার নিদর্শন আমরা বহুবার পেয়েছি। মৌলিক শিক্ষার চূড়ান্ত অভাব রয়েছে বলেই তাঁদেরকে নিয়ে যখন তখন হাসির খোরাক বানানো যায়। দ্বিতীয়ত অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের রাজনীতি সস্তা দরের। রুচিবোধের অভাব তাঁকে মোটা দাগের রাজনীতি করতে বাধ্য করে। তাই অপরাধ করার পরেও অপরাধকে ঢাকতে ব্যক্তি আক্রমণই তাঁর কাছে হাতিয়ার হতে পারে, শিক্ষা নয়। কিন্তু এই দুইয়ের মাঝে জহর সরকারের মতো একজন বিশিষ্ট প্রাক্তন আমলা কী করে এত নীচে নামতে পারেন, ভাবলে বিস্ময় জাগে! প্রসার ভারতীর প্রাক্তন সিইও এই আইএএস অফিসারের ক্ষুরধার লেখনী আমাদের মোহিত করে রেখেছে সব সময়। কিন্তু তাঁকে রাজ্যসভার সাংসদ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কূটনীতি প্রয়োগ করেছিলেন তাতে আশঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে একটা আশার আলোও দেখা গিয়েছিল। আশঙ্কা এই কারণেই যে, আপাদমস্তক দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত একটা দলে কীভাবে নাম লেখাতে পারেন জহর সরকারের মতো একজন স্বচ্ছ ভাবমূর্তির মানুষ! আবার আশাবাদী হবার কারণটা হল, হয়তো রাজনীতিতে ভালো মানুষের অভাবের মধ্যেও জহরবাবুদের অংশগ্রহণ কিছুটা হলেও আমাদের প্রাণিত করবে। কেননা তাঁর লেখনীর মতোই তিনি সংসদে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করবেন, তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ করবেন সরকারকে— এমন একটা বিশ্বাস জন্মেছিল। কিন্তু জহর সরকারের স্খলন শুরু হল তখনই, যখন দলের বিরুদ্ধে মুখ খুলেও আবার ঢোক গিলতে বাধ্য হলেন তিনি। দল থেকে 'পচা আলু' ছেঁটে ফেলতে বলে দলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার অভিষেকের 'পাপ্পুনামা' ট্যুইট করে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর 'অধঃপতন' আসলে হবারই ছিল। একটা নামের মাহাত্ম্য যে মানুষকে কী পরিমাণ উদ্বুদ্ধ করে জহর সরকার তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রুচিহীনতার অসুখ যে তাঁকেও পেয়ে বসবে, তাঁর এই একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে যাওয়া দেখে এখন সেই কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। আসলে এটাই এখন বর্তমান ভারতীয় রাজনীতি। যেখানে রুচিহীনতাই সবচেয়ে বড় জায়গা জুড়ে বসে আছে।

• • • • • •

জীবন বদলের বাণী

মাঝারি মানের শিক্ষক বলেন, ভালো শিক্ষক বুঝিয়ে দেন, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক করে দেখান। মহান শিক্ষক অনুপ্রাণিত করেন।

—উইলয়াম আর্থার ওয়ার্ড

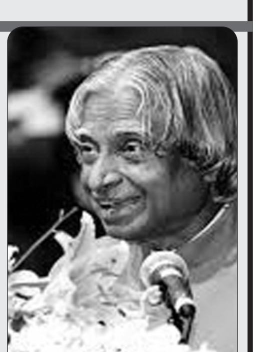

জীবন আর সময় হ'ল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। জীবন শেখায় সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে আর সময় শেখায় জীবনের মূল্য দিতে।

—এপিজে আবদুল কালাম

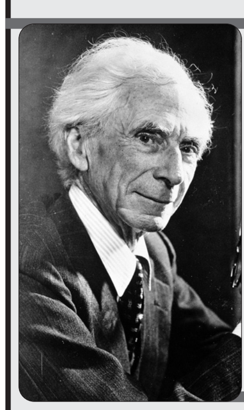

মানুষের সুখী হওয়ার জন্যে সবচেয়ে বেশি দরকার বুদ্ধির এবং শিক্ষার মাধ্যমে এর বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব।

—বার্ট্রান্ড রাসেল

একজন শিক্ষক সামগ্রিকভাবে প্রভাব ফেলে, কেউ বলতে পারে না তার প্রভাব কোথায় গিয়ে শেষ হয়।

—হেনরি এডামস

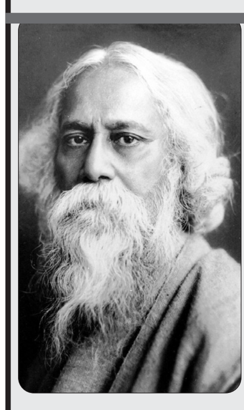

অসম্পূর্ণ শিক্ষাই আমাদের দৃষ্টি নষ্ট করিয়া দেয়, পরের দেশের ভালোটা তো শিখিতে পারিই না, নিজের দেশের ভালোটা দেখিবার শক্তি চলিয়া যায়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধর্ষকের আমরা-ওরা ও মেরুকরণের রাজনীতি

সৈকত বন্দোপাধ্যায়

বিলকিস বানোর ধর্ষকদের মুক্তি খুব স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয় যে, হিংসা পরিষ্কারভাবেই দুই গোত্রের। একটা পাপ, অপরাধ। অন্যটা নায়কোচিত গৌরবের দাবিদার। কারণ, হিংসাও একটা রাজনৈতিক অস্ত্র। এই অস্ত্র এমন এক মতাদর্শ তৈরি করতে চায়, যেখানে আপনি ডিটেনশন ক্যাম্পে গেলেও পাশের বাড়ির লোক আনন্দে টিভি সিরিয়াল দেখবে। সংবাদমাধ্যমের অভিব্যক্তি বন্ধ হয়ে গেলে পাবলিক হাততালি দেবে। ধর্ষকরা ঘরে ফিরলে তাদের ফুলের মালা দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

বিলকিস বানোর ধর্ষকদের মুক্তি খুব স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয় যে, ধর্ষকরা পরিষ্কারভাবেই দুই গোত্রের। এক দল নির্ভয়াকাণ্ডের ধর্ষক বা হায়দরাবাদ-কাণ্ডের অভিযুক্ত, যারা নিন্দিত, ধিকৃত, দেশজুড়ে ঘৃণার পাত্র। জেলের কয়েদিরাও তাদের পিটিয়ে দেয়, পুলিশ পারলে এনকাউন্টার করে দেয়। পাবলিক রাস্তায় নামে, পারলে থুথু দেয় এবং দেশজোড়া উল্লাসের মধ্যে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় খুন এবং ধর্ষণে অভিযুক্তদের। আর আরেকটা গোত্র হল কাঠুয়াকাণ্ড বা বিলকিস বানোর ধর্ষকরা। তাদের সমর্থনে মিছিল হয়, পারলে বেকসুর খালাসই করে দেওয়া হত। কোনওক্রমে কারাগার অবধি পৌঁছলে সেখান থেকে কায়দা-কানুন করে ফিরিয়ে আনা হয় এবং ফিরলে ফুল-মালা দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এই তফাতটা কেন? কারণ, খুনের মতোই ধর্ষণও একটা রাজনৈতিক অস্ত্র। রাজনীতির কারণেই কিছু ধর্ষণ পাপ, অমানুষের মতো কাজ, আর কিছু ধর্ষণ নায়কোচিত। এই বিভাজন ছিল এবং আছে। ধর্ষণ-সংস্কৃতি কথাটা আজ খুব চালু লব্জ হলেও, বাস্তব হল বিশ্বব্যাপী অবিভাজ্য কোনও ধর্ষণ-সংস্কৃতি পৃথিবীতে কস্মিনকালেও ছিল না, আজও নেই। আজ নয়, সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই। সুসান ব্রাউনমিলার তাঁর বিখ্যাত বইয়ে দেখিয়েছেন, যে, প্রাচীন ইউরো-এশিয়ান উপজাতিদের মধ্যে এই ব্যাপারে নিয়ম ছিল খুব সোজা। বিজিত উপজাতির মহিলাদের ধর্ষণ করা অতি মহৎ কাজ। আর নিজের জাতির মহিলাদের ধর্ষণ বা এমনকী বিয়েও যদি কেউ করতে চায়, তার মুণ্ডু কেটে নেওয়াই হল আদর্শ আচরণ। এই বস্তু গত শতক অবধি বিশেষ বদলায়নি। বিজিত দেশে পুরুষদের কেটে ফেলা এবং মহিলাদের ধর্ষণ করা, দেড় শতক আগেও দোষের কিছু ছিল না। নিজের দেশে সেই কাণ্ড ঘটালে অবশ্যই কড়া শাস্তি প্রাপ্য ছিল।

তা, এইটাই সেই রাজনীতি, যা কিছু ধর্ষণকে, কিছু খুনকে গৌরবান্বিত করে, কিছুকে করে তোলে ঘৃণার যোগ্য। কাদের খুন-ধর্ষণ ঘৃণার যোগ্য? যারা তোমার জাতির বা গোত্রের বা পরিবারের। পুরুষদের কাজ হল স্বগোত্রের

মহিলাদের রক্ষা করা। না করতে পারলে মহিলাদের, পুরুষদের এবং পরিবারের চরম অপমান। এক্ষেত্রে পুরুষদের ভূমিকা হল রক্ষকের। ধর্ষকের না। কেউ সেই দায়িত্ব পালন না করলে তাদের শাস্তি থুথু এবং এনকাউন্টার। আর অন্য জাতি বা গোত্র বা পরিবার, বিশেষ করে যারা 'শত্রু', তাদের ক্ষেত্রে এই ভূমিকা ঠিক উল্টে যায়। তখন খুন-ধর্ষণ হল বীরত্ব। শত্রুর অসম্মানেই তোমার গৌরব। শত্রুপক্ষের মুণ্ডু কেটে আনা যেমন বীরত্বের, তেমনই।

ফলে, এই রাজনীতিটা আসলে অপর বা শত্রু নির্মাণের। প্রথমে শত্রু চিহ্নিত করো তারপর তাদের খুন-ধর্ষণ ও বিতাড়ন করো। ভারতবর্ষের বৃহৎ একটা রাজনৈতিক গোষ্ঠী এই রাজনীতিকে ক্রমশ গ্রহণযোগ্য করে তুলছে। নির্ভয়া কাণ্ডের পর যে জনতার ঢল নেমেছিল, ভাবার কোনও কারণ নেই, সেই আওয়াজের মধ্যেও এই রাজনীতির লোকেরা ছিল না। ছিল। কারণ, ওটা নিজের গোত্রকে রক্ষা করার বিষয়। কিন্তু গুজরাতে অবস্থানটা ঠিক উল্টো।

কারণ, বিলকিস হলেন 'শত্রু' ঘরের বা কওমের বা ধর্মের মেয়ে। গোটা রাজনীতিটাই এই শত্রুতা তৈরির রাজনীতি। ধর্ষণকে গৌরবান্বিত করা তার ফল। বিশ্বব্যাপী কাল্পনিক এক ধর্ষণ-সংস্কৃতির ব্যাপার নয়। ওরকম এক বিশ্বব্যাপী সংস্কৃতি কস্মিনকালেও ছিল না, আজও নেই। আসলে যা আছে তা হল রাজনীতি। এরা যা যা ঘটিয়ে যাচ্ছে, এনআরসি থেকে সংবাদমাধ্যমে হামলা, সার্জিকাল স্ট্রাইক থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত সবকটাই এই একই রাজনীতি নির্মাণের নানা কৌশল। সুপার এমার্জেন্সি তো শুধু গায়ের জোরে হয় না, তার একটা মতাদর্শগত বৈধতা তৈরি করতে হয়, এরা ধাপে ধাপে সেটা করে চলেছে।

বিলকিস বানোর ধর্ষকদের মুক্তি খুব স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয় যে, হিংসা পরিষ্কারভাবেই দুই গোত্রের। একটা পাপ, অপরাধ। অন্যটা নায়কোচিত গৌরবের দাবিদার। কারণ, হিংসাও একটা রাজনৈতিক অস্ত্র। এই অস্ত্র এমন এক মতাদর্শ তৈরি করতে চায়, যেখানে আপনি ডিটেনশন ক্যাম্পে গেলেও পাশের বাড়ির লোক আনন্দে টিভি সিরিয়াল দেখবে। সংবাদমাধ্যমের অভিব্যক্তি বন্ধ হয়ে গেলে পাবলিক হাততালি দেবে। ধর্ষকরা ঘরে ফিরলে তাদের ফুলের মালা দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। ভারতীয় রাজনীতি সেরকম এক মেরুকরণের দোরগোড়ায়। বিপজ্জনক শধটাও এখন যেখানে কমজোরি মনে হয়। অতএব 'ধর্ষণের সংস্কৃতি' আরও চলতেই থাকবে। 'আমরা-ওরা'র তত্ত্বের মতোই ধর্মীয় মেরুকরণের জন্যই ধর্ষক ও খুনিদের ভাগ করা হবে দুই দলে। হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির অন্যতম হাতিয়ারের মধ্যে এটাই এখন দস্তুর হয়ে পড়েছে।

প্রকৃতি

পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ঝরে পড়ছে মধু

অন্ত নেই বিস্ময়ের

পৃথিবীর ত্বক থেকে মধুর মতো একটা জিনিস ঝরে পড়ছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। তা নিয়ে বিস্ময়ের শেষ নেই। এই ঘটনায় ভূ-বিজ্ঞানীরাও বিস্মিত। কেন এমন ঘটনা ঘটছে? কী তার কারণ গবেষণা চলছে আজও। আজও বিজ্ঞানীরা বিশ্বের দীর্ঘতম মহাদশীয় পর্বতশ্রেণির আন্দিজের নীচে এই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন, করে চলেছেন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করেছেন আন্দিজ পর্বতের নিম্নাংশে ভূত্বক থেকে ফোঁটা ফোঁটা মধুর মতো কোনও জিনিস ঝরে পড়ছে। ওই উপাদান সংগ্রহ করে বোঝার চেষ্টা চলছে, কোথা থেকে আসছে ওই মধুর মতো জিনিস। বিজ্ঞানীরা ধারণায় উপনীত হয়েছেন, যে ভূত্বকের নীচের স্তর থেকেই আসছে তা। কিন্তু কী সেই জিনিস কেনই বা চুঁইয়ে পড়ছে ভূত্বক দিয়ে, তা জানারও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। গবেষকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, পৃথিবীর পাথুরে শেলের বাইরের স্তরটি লিথোস্ফিয়ারিক ড্রিপিং নামক একটি প্রক্রিয়ায় গ্রহের আবরণের আরও তরল স্তরে ক্রমাগত ডুবে যাচ্ছে। এর ফলে ভূপৃষ্ঠের উল্লেখযোগ্য বিকৃতি ঘটছে। যার ফলে বেসিনের সৃষ্টি হচ্ছে এবং ভূত্বকের ভাঁজ এবং অনিয়মিত উচ্চতা দেখা দিচ্ছে।

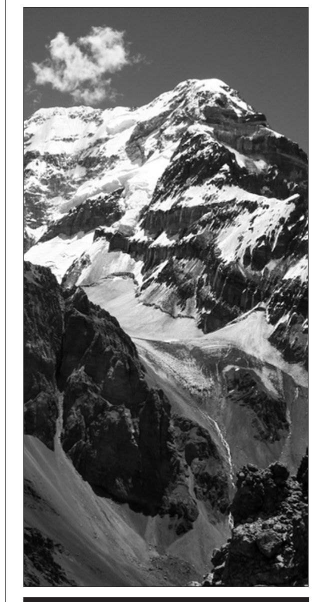

বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করেছেন আন্দিজ পর্বতের নিম্নাংশে ভূত্বক থেকে ফোঁটা ফোঁটা মধুর মতো কোনও জিনিস ঝরে পড়ছে। ওই উপাদান সংগ্রহ করে বোঝার চেষ্টা চলছে, কোথা থেকে আসছে ওই মধুর মতো জিনিস।

পৃথিবী-পৃষ্ঠে তিনটি স্তর রয়েছে, সবথেকে বাইরের স্তরটি হল ভূত্বক, মাঝখানে হল ম্যান্টেল এবং সবথেকে ভিতরের অঞ্চলটিকে বলে কোর। কমিউনিকেশন আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট জার্নালে প্রকাশিত গবেষণায় বলা হয়েছে, মধ্য আন্দিজের অববাহিকা এবং মালভূমি অঞ্চলগুলিতে অভ্যন্তরীণ টেকটোনিক বিকৃতি দেখা দেয়। ২০ মিলিয়ন বছর ধরে তা দ্রুত হ্রাস এবং উত্থানের মধ্য দিয়ে গিয়েছে।

অ্যারিজারো অববাহিকা ও নিকটবর্তী সেন্ট্রাল আন্দিয়ান অববাহিকাগুলির গঠন লিথোস্ফিরিক ড্রিপিং দ্বার সৃষ্ট হয়। ভূ-পৃষ্ঠের টেকটোনিক্স চালনায় ক্ষেত্রে নন-সাবডাকশন ডিওডাইনামিক মেকানিজমের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে। যদিও টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে গবেষকরা নিশ্চিত করেছেন যে দক্ষিণ আমেরিকার কেন্দ্রীয় আন্দিজ পর্বতমালার বেশ কয়েকটি অঞ্চল একইভাবে গঠিত।

গবেষকরা একটি ধারণায় উপনীত হয়েছেন যে, আন্দিজ পর্বতমালার একটি অঞ্চলে বিকৃতির কারণে নীচের লিথোস্ফিয়ারের একটি বড় অংশে তুষারপাত হচ্ছে। এর উচ্চ ঘনত্বের কারণে পৃথিবী-পৃষ্ঠের অভ্যন্তরে ঠান্ডা সিরাপ ও মধুর মতো ফোঁটা ফোঁটা করে উপাদান গড়িয়ে আসছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, তখনই এই ঘটনাটি ঘটে, যখন পৃথিবীর বাইরে শেলের সর্বনিম্ন স্তরের অংশগুলি ঘন হয় এবং একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উষ্ণ হলে নীচের আবরণে ফোঁটা শুরু হয়।

জানা-অজানা

ভারতকে নিয়ে বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী

এ যাবৎ সত্যি হয়েছে দু'টি

বাবা ভাঙ্গার দুটি ভবিষ্যদ্বাণী এবার সত্যি হয়েছে। এবার তিনি ভারত সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করে বসলেন। সেই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ভয় পেতে শুরু করেছে দেশবাসী। এবার সত্যি হয়ে যাবে না তো ভারত নিয়ে করা তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী! বিশ্বের অনেক বিষয়েই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী এযাবৎ কাল মিলে গিয়েছে, এবার ভারত নিয়ে তিনি কি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন?

বাবা ভাঙ্গা বুলগেরিয়ার একজন অন্ধ মহিলা। তিনি ১২ বছর বয়সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। কথিত আছে, অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরই তিনি অন্তর্দৃষ্টি পান। ভগবান তাঁকে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হয়ে ওঠার জন্য ঐশ্বরিক দৃষ্টিশক্তি দান করেন। সেই অন্তর্দৃষ্টি থেকেই তিনি বিশ্ব সম্পর্কে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন ইতিমধ্যে। তার অনেকগুলিই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। আবার অনেক ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি প্রমাণিত হয়নি। সম্প্রতি ২০২২ সালের প্রথম মাস সম্পর্কে তিনি দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই ২০২২ সালেই তিনি ভারত সম্পর্কে একটি বিপজ্জনক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যা নিয়ে বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করেছেন মানুষ। তাঁরা আশঙ্কাপ্রকাশ করছেন। কেন বাবা ভাঙ্গা ভারত নিয়ে এমন অনিশ্চয়তার কথা বললেন, তবে কি সত্যি হতে চলেছে তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী! তার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

বাবা ভাঙ্গা ২০২২ সালে এখন পর্যন্ত অনেকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তার মধ্যে এখন পর্যন্ত দুটি ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গিয়েছে। একটি ছিল, অস্ট্রেলিয়ায় ভয়াবহ বন্যা। তা মিলে গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে বছরের শুরুতেই প্রবল বৃষ্টির জেরে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বড় শহরগুলিতে খরা হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী এখন ইউরোপে সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। ব্রিটেন, ইতালি ও পর্তুগাল হিমবাহ ও জল দ্বারা বেষ্টিত হয়েও তীব্র খরার কবলে পড়তে চলেছে, জল সংরক্ষণের ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ব্রিটেনে ক্ষরা ঘোষিত হয়েছে। ১৯৫০-এর দশকের পর সবথেকে খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে ইতালি ও পর্তুগালও।

বাবা ভাঙ্গা এই বছর আরও দুটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তার মধ্যে একটি হল রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলে একটি বিপজ্জনক ভাইরাস শনাক্ত হবে। করোনা ভাইরাসের পর বিশ্বে নতুন করে এই বিপজ্জনক ভাইরাস ছড়িয়ে পড়বে। যা মহামারীর আকার নেবে ফের। এবং এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হবে বিশ্বব্যাপী। অর্থাৎ ফের এক প্যানডামিকের মুখে পড়বে বিশ্ব। এই ভবিষ্যদ্বাণীও কাঁটার মতো বিঁধছে গোটা বিশ্বের মানুষের কাছে। কারণ এখনও বিশ্ব পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি করোনা মহামারী।

এ বছর আর একটি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বাবা

ভাঙ্গা, তা ছিল ভারত নিয়ে। এ বার বিশ্বের তাপমাত্রা যখন কমতে শুরু করবে, তখন পঙ্গপালের প্রকোপ বাড়বে। ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল ভারতের দিকে ধেয়ে আসবে। তার ফলে সবুজ ধ্বংস হবে। খাদ্যশস্য নষ্ট হবে। পঙ্গপালের আক্রমণে ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হবে ভারতে, যা দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করবে বলে বাবা ভাঙ্গার ভবিষ্যদ্বাণী। ভারতের দুর্ভিক্ষের এই ভবিষ্যদ্বাণীর জেরে বিশ্বব্যাপী বহু দেশেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বাবা ভাঙ্গা এখন আর বেঁচে নেই। তাই এইসব ভবিষ্যদ্বাণী তিনি নিজে মুখ করেননি এখন। এই বাবা ভাঙ্গার আসল নাম ভ্যাঙ্গেলিয়া পান্ডেভা গুশতেরোয়া মারা যায় ১৯৯৬ সালে। মারা যাওয়ার আগে তিনি মোট ৫০৭৯টি ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। তা পর্যাযক্রমে মিলে যাচ্ছে বেশিরভাগই। ব্রিটেনে যুবরানি ডায়ানার মৃত্যু, আমেরিকায় ৯/১১ হামলা, বারাক ওবামার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া ইত্যাদি ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

বাবা ভাঙ্গার যেমন অনেক ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গিয়েছে, তেমনই অনেক ভবিষ্যদ্বাণী মেলেওনি। বাবা ভাঙ্গা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ২০১৬ সালে ইউরোপে একটি বড় যুদ্ধ হবে। সেই যুদ্ধ সমগ্র মহাদেশকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তা হয়নি। ২০১০ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বিশ্বে ভয়ঙ্কর পারমাণবিক যুদ্ধ হবে। তাতেও একটি বড় অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাও সত্যি হয়নি। অতএব বলাই যায়, বাবা ভাঙ্গার সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীই যে সত্যি হবে, এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। সেই আশায় বুক বাঁধছে ভারত, বিশ্বের বিভিন্ন দেশও।

মানুষ কি অমরত্ব পেতে পারে?

বিজ্ঞানীরা জেলিফিশের দিকে তাকিয়ে

সমুদ্র মন্থনে উঠে আসা অমৃত পান করে দেবতারা অমর হয়েছিলেন। কিন্তু মানুষ কি অমর হতে পারে? বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন। জানার চেষ্টা করছেন কী করলে মানুষ অমর হতে পারে! বিজ্ঞানীর তা জানতে এখন তাকিয়ে রয়েছে জেলিফিশের দিকে। স্প্যানিশ গবেষকরা অমর জেলিফিসের জিনোম বুঝতে চাইছেন।

গবেষকরা মনে করেন, দীর্ঘায়ু, বার্ধক্যহীনতা এবং অমরত্ব হল এমন কিছু ধারণা যেগুলো মানুষের মনে ঘুরপাক খেতে থাকে। কিন্তু এখনও অবধি এমন কোনও উত্তরে মেলেনি, যেখান থেকে অমরত্বের গোপন রহস্যটির কিনারা করা যেতে পারে। জানা যেতে পারে, কী ভাবে লাভ করা যেতে পারে অমরত্ব। বিজ্ঞানীরা এখন অমর জেলফিশের উত্তরের আশায় রয়েছেন।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, জেলিফিস এমন একটি প্রাণী, যেটি বারবার ছোট অবস্থায় ফিরে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু কোন জাদুবলে তারা এই ক্ষমতা অর্জন করেছে, তা উদ্ধার করা যায়নি। যদিও স্প্যানিশ গবেষকরা অমর জেলিফিশ টুরিটোপসিস ডোহরনি-র জিনোম বুঝতে সক্ষম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁরা বিভিন্ন জিনোমিক কী-গুলিকে সংজ্ঞায়িত করছেন, যা এর মৃত্যু এড়াতে এবং আয়ু বাড়াতে সক্ষম।

ওভিয়েডো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর কার্লোস লোপেজ-ওটিনের নেতৃত্বে গবেষক দল তাদের দীর্ঘায়ুর রহস্য উদ্ঘাটন করা এবং মানুষের বার্ধক্যের নতুন সূত্র খুঁজে পাওয়ার আশায় অনন্য জেলিফিশের জেনেটিক ক্রম ম্যাপ করছে। গবেষণাটি প্রসিডিংস অফ দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সে প্রকাশিত হয়েছে স্প্যানিশ গবেষকরা টুরিটোপসিস ডোহরিনের বোন টুরিটোপসিস রুব্রার সঙ্গে একসঙ্গে ক্রমবর্ধমান জিন শনাক্ত করছেন এবং উভয়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য খতিয়ে দেখছেন। টুরিটোপসিস রুব্রা হল একটি ঘনিষ্ঠ জেনেটিক কাজিন যার যৌন প্রজননের পরে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার ক্ষমতা থাকে না, সেই ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

তাঁরা আরও উদ্ঘাটন করেছে যে টুরিটোপসিস ডোহরিনের জিনোমে ভিন্নতা রয়েছে। তার মধ্যে টেলোমেরস নামক ক্রোমোজোমের প্রান্ত বজায় রাখতে সক্ষম। টেলোমেরের দৈর্ঘ্য মানুষের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ছোটো হতে শুরু করে। পুনরুজ্জীবন এবং অমরত্বের একক চাবিকাঠি থাকা জেলিফিশের সফল পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়ার ব্যাপারে

নিশ্চিত হতে চাইছেন গবেষকরা। টুরিটোপসিস ডোহরিনের জীবনচক্র সাধারণত দুই অংশে বিভক্ত। এটি অযৌন পর্যায়ে সমুদ্রের তলদেশে বসবাস করে। সেখানে যখন খাদ্যের অভাব থাকে জীবিত থাকার লড়াই চালায় ওই জেলিফিশ। আর যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকে জেলিফিশ যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত থাকে, প্রজনন করে। অনেক জেলিফিশ এই সময় লার্ভা পর্যায়ে ফিরে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে, আবার অনেকে যৌন পরিপক্কতায় পৌঁছনোর পর সেই ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং বার্ধক্য ফিরিয়ে আনে।

ভারতে বেকারত্বের হার শীর্ষে, গ্রামকে টেক্কা শহরের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতে বেকারত্বের হার শীর্ষে পৌঁছে গেল ২০২২-এর অগাস্টে। গ্রামকে টেক্কা দিয়ে শহরের পরিসংখ্যান আকাশ ছুঁল এই মাসে। ভারতে শহুরে বেকারত্ব বেড়ে ৯.৫৭ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। গত মাসের তুলনায় তা অনেকটাই বেশি। বিগত এক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছেছে বেকারত্ব। সিএমআইই পরিসংখ্যানে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট।

ভারতের গ্রামের তুলনায় শহরে বেকারত্বের হার বেশি। অগাস্টের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গ্রামে যখন বেকারত্বের হার বেড়ে হয়েছে ৭.৬৮ শতাংশ, শহরে তখন বেকারত্বের হার বেড়ে হয়েছে ৯.৫৭ শতাংশ। তবে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় সমহারে। বেকারত্বের হার বৃদ্ধিতে গ্রাম এগিয়ে রয়েছে একটু। জুলাই মাসে শহরে বেকারত্বের হার ছিল ৮.২১ শতাংশ। তা বেড়ে অগাস্টে ৯.৫৭ শতাংশ হয়েছে। আর গ্রামে ছিল ৬.২১ শতাংশ, তা বেড়ে অগাস্টে হয়েছে ৭.৬৮ শতাংশ।

শহরে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছেছে এই অগাস্টে ৯.৫৭ শতাংশ। শহরে সবথেকে কম বেকারত্বের হার ছিল ২০২২-এর জুন মাসে ৭.৩২ শতাংশ। আর বিগত এক বছরের মধ্যে এই প্রথমবার ৯.৫ শতাংশের উপরে উঠল শহরে বেকারত্বের হার। ২০২১-২২ অর্থ বছরের শেষ মাসে অর্থাৎ ২০২২-এর মার্চে এই হার ছিল ৮.২৮।

সিএমআইই-র রিপোর্ট অনুসারে, গ্রামে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছেছে এই ২০২২-এর ফেব্রুয়ারিতে ৮.৩৭ শতাংশ। গ্রামে সবথেকে কম বেকারত্বের হার ছিল ২০২২-এর জানুয়ারি মাসে ৫.৮৩ শতাংশ। সেই নিরিখে অগাস্টের পরিসংখ্যানে গ্রামের বেকারত্বের হার নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। মাত্রা ছাড়া বেকারত্ব হয়েছে শহরে। অগাস্ট মাসের পরিসংখ্যানের নিরিখে রাজ্যওয়াড়ি যে বেকারত্বের হার সামনে এসেছ তাতে সবার উপরে স্থান পেয়েছে হরিয়ানা। হরিয়ানায় বেকারত্বের হার ৩৭.৩ শতাংশ। হরিয়ানার পর ৩০ শতাংশের উপরে রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর ৩২.৮ শতাংশ, রাজস্থান ৩১.৪ শতাংশ। তারপর রয়েছে ঝাড়খণ্ড ১৭.৩ শতাংশ ও ত্রিপুরায় ১৬.৩ শতাংশ। এই হল সর্বোচ্চ হার অনুযায়ী প্রথম পাঁচটি রাজ্যের তালিকা। আর সর্বনিম্ন বেকারত্বের হার ছত্তিশগড়ে ০.৪ শতাংশ। তারপরে রয়েছে মেঘালয় ২ শতাংশ, মহারাষ্ট্র ২.২ শতাংশ, গুজরাট ও ওড়িশায় ২.৬ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্বের হার ৭.৪ শতাংশ।

গ্রাম ও শহর মিলিয়ে ভারতে বেকারত্বের হার অগাস্ট মাসে হয়েছে ৮.২৮ শতাংশ। জুলাই মাসে তা ছিল ৬.৮০ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় দেড় শতাংশ বেড়েছে বেকারত্ব। এই সংখ্যা গত এক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর আগে একবারই ৮-এর উপরে উঠেছিল ভারতের বেকারত্বের হার। ২০২২-এর ফেব্রুয়ারিতে বেকারত্বের হার ছিল ৮.১১ শতাংশ। আর সবথেকে কম বেকারত্বের হার ছিল ২০২২-এর জানুয়ারিতে ৬.৫৬ শতাংশ।

প্রবল বর্ষণে বানভাসি বেঙ্গালুরু স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: টানা ভারী বৃষ্টির রেশ পড়ল এবার বেঙ্গালুরুর স্কুলগুলিতে। প্লাবিত এলাকায় স্কুলগুলি বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল প্রশাসন। শহরের একাধিক এলাকা এখনও জলমগ্ন থাকায় এই সিদ্ধান্ত বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তি কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

গত সোমবার থেকে বেঙ্গালুরুতে শুরু হয়েছে ভারী বৃষ্টি। এখনও ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত। বৃষ্টির হাত থেকে বেঙ্গালুরুবাসীকে স্বস্তির খবর শোনাতে পারেনি আবহাওয়া অফিসও। শহরের একাধিক জায়গায় কোথাও কোমড় সমান, এবার কোথাও বুক সমান জল। বিপর্যস্ত জনজীবন। এই পরিস্থিতিতে স্কুলগুলি বন্ধ রাখার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হল। প্রাথমিকের পাশাপাশি হাইস্কুলগুলিতেও ঘোষণা করা হয়েছে ছুটি।

কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজ করতে বলেছে বেঙ্গালুরুর তথ্য প্রযুক্তি সংস্থাগুলিও। কারণ ভারী বৃষ্টির ফলে তথ্য প্রযুক্তি এলাকা জলের তলায়। ড্রেনের জল উপচে পড়ে, আরও ভয়াল হয়েছে পরিস্থিতি। তাই, দুর্ঘটনা এড়াতে কর্মীদের ওয়ার্ক ফর্ম হোমের সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, তথ্য প্রযুক্তি এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী অশ্বত নারায়ণ। পরিস্থিতি

পর্যালোচনা করতে বৈঠক ডেকেছেন কর্নাটকের তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী। গত ৫০ বছরের মধ্যে এবারই প্রথম এমন টানা ভারী বৃষ্টিতে ভিজল কর্নাটকের রাজধানী। শহরের ১৬২টি হ্রদ থেকে জল উপচে পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জল পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে বলে জানান তিনি। রাজ্যের যেসব এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা গিয়েছে, সেখানে ৮০০০ বোরওয়েলের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

ব্রিটেনকে হরিয়ে বিশ্বের ৫ম বৃহত্তম অর্থনীতি ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ব্রিটেনকে হরিয়ে দিল ভারত। ব্রিটেনকে হারিয়ে ভারত বর্তমানে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। ২০২১-এর শেষ ত্রৈমাসিকে কিস্তিমাত করল ভারত। ব্রিটেনকে সরিয়ে ষষ্ঠস্থান থেকে পঞ্চম স্থানে উঠে এল ভারত। উল্লেখ্য, রিপোর্টে বলা হয়েছে, মার্চ ত্রিমাসিকে ভারতীয় অর্থনীতির আকার ছিল ৮৫৪.৭ বিলিয়ন ডলার।

ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, ভারত ব্রিটনকে পিছনে ফেলে দিয়েছে অর্থনীতিতে। বর্তমানে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে উঠে এসেছে ভারত। ভারতের অর্থনীতি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে শেষ তিন মাসে একটা বড় লাফ দিতে সম্ভবপর হয়েছে। এর ফলে যুক্তরাজ্য পিছনে পড়ে গিয়েছে, সামনে এগিয়ে এসেছে ভারত। মার্চ ত্রৈমাসিকে দেখা গিয়েছে ভারতীয় অর্থনীতির আকার ছিল ৮৫৪.৭ বিলিয়ন ডলার। ব্রিটেনের অর্থনীতির আকার ছিল ৮১৬ ডলার। ত্রৈমাসিকের শেষ দিনে ডলারের বিনিময় হার ব্যবহার করে এটি সামঞ্জস্য করা হয়। সরকার প্রথম ত্রৈমাসিকের জিডিপি ডেটা প্রকাশ করার মাত্র দু'দিন পর এই রিপোর্ট সামনে এসেছে। প্রকাশিত ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতীয় অর্থনীতি বছরে ১৩.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও এই সংখ্যাটি আরবিআইয়ের পূর্বাভাসের থেকে কিছুটা কম ছিল। উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বৃদ্ধির হারে সর্বোচ্চ ছিল ভারত জিডিপি। যদিও এই সংখ্যাটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বা আরবিআইয়ের পূর্বাভাসের থেকে কিছুটা কম ছিল।

ভারতের অর্থনীতি এ বছর ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হয়েছে। ভারত যখন মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে লড়াই করছে, তখন এই বৃদ্ধি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল অনুমান করেছিল যে, ভারত এই বছর যুক্তরাজ্য অর্থাৎ ব্রিটেনকে ছাড়িয়ে যাবে। সেইমতোই ভারত ব্রিটেনকে ছাড়িয়ে বিশ্বের পঞ্চম অর্থনীতিতে পরিণত হল। এই মুহূর্তে বিশ্বের মানচিত্রে অর্থনীতির তালিকায় ভারতের অবস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, জাপান এবং জার্মানির ঠিক পরেই। অর্থার পঞ্চম স্থানে। এক দশক আগে ভারতের অর্থনীতি ছিল ১১তম স্থানে। সেখান থেকে ভারত উঠে এল পঞ্চম স্থানে। ব্রিটেন পিছিয়ে গেল ষষ্ঠস্থানে। ভারতের এই উত্তরণ বিশ্ব-অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

কংগ্রেসে ৫৫০০ যোগদান! ভাঙছে বিজেপি-তৃণমূল-সিপিএমও

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই কংগ্রেসে যোগদানের হিড়িক বাড়ছে। সম্প্রতি বিজেপি, তৃণমূল, এমনকী সিপিএম ছেড়েও দলে দলে কংগ্রেসে যোগদান করছেন নেতা-কর্মীরা। সম্প্রতি ত্রিপুরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, তিনদিনের মধ্যেই সাড়ে পাঁচ হাজারের যোগদান ত্রিপুরায় ক্ষমতা পরিবর্তনের আভাস দিতে শুরু করেছে। এবারও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

সম্প্রতি বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে ঘর ওয়াপসি হয়েছে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা সুদীপ রায় বর্মনের। কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতা তৃণমূল হয়ে বিজেপিতে গিয়েছিলেন। মন্ত্রীও হয়েছিলেন। কিন্তু এক বছরও সুখে ঘর করতে পারেননি বিজেপিতে। তাই তিনি ২০২৩-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ফিরে এসেছেন কংগ্রেসে। সম্প্রতি উপনির্বাচনে জিতে কংগ্রেসের বিধায়কও নির্বাচিত হয়েছেন। একইসঙ্গে কংগ্রেসকে ফের ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে সংগঠন মজবুত করতে ময়দানে নেমেছেন। সুদীপ রায় বর্মন ও আশিস সাহা দলে ফেরার পর থেকেই উল্লেখযোগ্য হারে শক্তি বাড়তে শুরু করেছে কংগ্রেস। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস দাবি করেছে, উত্তর ত্রিপুরায় গত তিনদিনের বিজেপি, সিপিএম ও তৃণমূল ছেড়ে সাড়ে পাঁচ হাজারেরও বেশি ভোটার কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। ত্রিপুরার উনাকোটি ও ধলাই জেলায় দফায় দফায় চলেছে এই যোগদান।

২০২৩ সালের শুরুতেই বিধানসভা নির্বাচন ত্রিপুরায়। তার আগে সুদীপ রায় বর্মন, আশিস সাহা ও বীরজিৎ সিংয়ের নেতৃত্বে মহাশক্তিধর হয়ে ফিরে আসার চেষ্টা করছে কংগ্রেস। ত্রিপুরা কংগ্রেসের দাবি, বাম-বিরোধী বোটারদের মিলিত সমর্থনে এবং সিপিএমের একাংশের সমর্থনের কারণে বিজেপি নির্বাচনে জিততে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি অত্যাচারী শাসকে পরিণত হয়। তার জেরে ত্রিপুরার মানুষ এখন বিজেপির হাত থেকে মুক্তি চাইছে। বিকল্প শক্তি হিসেবে তাঁরা কংগ্রেসকে বেছে নিচ্ছে বলে দাবি নেতৃত্বের।

ত্রিপুরায় ২৫ বছর ধরে বামফ্রন্টের সরকার ছিল। সিপিএম নেতৃত্বাধীন এই সরকারের বিরুদ্ধেও ভুরি ভুরি অভিযোগ উঠেছি। স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, অনুন্নয়নের ত্রিপুরায় বিজেপি ২০১৮ সালে পরিবর্তন ঘটাতে সফল হয়। কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় এসে এই চার বছরে ত্রিপুরাবাসীকে প্রতিহিংসার রাজনীতি আর হিংসা ছাড়া কিছু দিতে পারেনি। দুর্নীতি আর কারসাজি করে এরা সরকার টিকিয়ে রেখেছে। মানুষ বিজেপিকে উৎখাত করতে চাইছে ত্রিপুরা থেকে। ত্রিপুরায় এখন পরিবর্তনের আবহ তৈরি হয়েছে। বিজেপিকে সরকার টেকাতে মুখ্যমন্ত্রী বদল করতে হয়েছে। তবুও বিজেপি দলের ভাঙন রুখতে পারেনি। দলের নীচুতলা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি উত্তর ত্রিপুরায় বিজেপি ও তৃণমূলের ১৩৮২টি পরিবার থেকে ৪৯৭৩ জন ভোটার কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। উনাকোটি, কুমারঘাট, ধলাইয়ের ৫৮৯ জন ভোটার যোগ দিয়েছেন কংগ্রেসে। কংগ্রেসে দফায় দফায় যোগদান চলছে।

মঠ-গুরুকুল-মাদ্রাসায় একই নিয়মের দাবি মুসলিম ল বোর্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলিকে আক্রমণ করেছে। মাদ্রাসাগুলির প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট এবং অসাংবিধানিক পদক্ষেপের অভিযোগ করেছে তাঁরা। বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে এই ঘটনা ঘটছে বলে তাদের অভিযোগ।

মাদ্রাসাগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ল বোর্ড। জিজ্ঞাসা করেছে কেন একই নিয়ম অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন মঠ, গুরুকুল এবং ধর্মশালার জন্য রয়েছে সেগুলি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এআইএমপিএলবি-র সাধারণ সম্পাদক মৌলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন যে একটি দলের সরকার, যা আরএসএস দ্বারা প্রভাবিত, কেন্দ্রে এবং কিছু রাজ্যে সংখ্যালঘুদের প্রতি, বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ‘‘যখন একটি নির্দিষ্ট চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত একটি দল ক্ষমতায় আসে, তখন এটি প্রত্যাশিত যে তার দৃষ্টিভঙ্গি হবে নিরপেক্ষ এবং আমাদের সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে’’।

উত্তর প্রদেশ সরকার বুধবার রাজ্যের অস্বীকৃত মাদ্রাসাগুলির একটি সমীক্ষা ঘোষণা করার পরে এই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তিনি। শিক্ষকের সংখ্যা, পাঠ্যক্রম এবং অন্যান্যদের মধ্যে উপলব্ধ মৌলিক সুবিধাগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য এই সমীক্ষার কথা বলা হয়েছে। রহমানি আরও বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে সংসদে এবং অন্যান্য জায়গায় আইনশৃঙ্খলার গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলেছেন তবে বিভিন্ন রাজ্যর সরকার যেখানে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে, তাদের মনোভাব বিপরীত। তিনি বলেন, ‘যেভাবে অসম এবং ইউপির বিজেপি সরকারগুলি খুব ছোটখাটো নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য মাদ্রাসাগুলির জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে এবং মাদ্রাসাগুলিকে টার্গেট করছে তাদের বুলডোজ করে এমনকি মাদ্রাসা ও মসজিদে কর্মরত লোকদেরকে কোনও কারণ ছাড়াই সন্ত্রাসবাদী বলে অভিযোগ করে হয়রানি করছে’। এর পাশাপাশি, এআইএমপিএলবি সাধারণ সম্পাদক আরও অভিযোগ করেছেন যে দেশের বাইরে থেকে আসা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিষেধাজ্ঞা এবং বিধিনিষেধের মুখোমুখি হতে হবে, যা সংবিধানের চরম লঙ্ঘন।

তিনি প্রশ্ন করেন, ‘কোনও নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য যদি বাড়িগুলিকে বুলডোজ করাই একমাত্র বিকল্প হয় তবে কেন তারা মাদ্রাসা এবং মসজিদের ক্ষেত্রে যা নিয়ম তা গুরুকুল, মঠ এবং ধর্মশালাগুলির ক্ষেত্রেও গ্রহণ করে না’। মনে হচ্ছে সরকার নিজের ইচ্ছায় কাজ করছে এবং সংবিধানে যা লেখা আছে তা অনুসরণ করছে না।

বাংলাকে সংস্কৃতির সেরা পীঠস্থানের স্বীকৃতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলা আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ থেকে বাংলাকে সংস্কৃতির সেরা পীঠস্থানের স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। ফের নতুন পালক যুক্ত হচ্ছে বাংলার মুকুটে। আর সেই লক্ষ্যে বিশ্ব-মঞ্চে সেই পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হবে বেস্ট ডেস্টিনেশন ফর কালচার অ্যাওয়ার্ড।

সম্প্রতি বাংলার দুর্গাপুজো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। তার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প কন্যাশ্রী-সহ একাধিক প্রকল্প বিশ্বসেরার স্বীকৃতি পেয়েছে। এবার বাংলার সংস্কৃতি সেরার শিরোপা ছিনিয়ে নিল। এবার আর অন্য কেউ নয়, রাষ্ট্রসঙ্ঘ সেরার স্বীকৃতি দিচ্ছে বাংলাকে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন সকলের জন্য এই উপহার। এবছরই ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে হেরিটেজ তকমা দেওয়া হয়েছে বাংলার দুর্গাপুজোকে। এরপর রাজ্যের পক্ষ থেকে ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ দিয়ে এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। এর আগে পুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী ছৌ নাচকেও স্বীকৃতি দিয়েছিল ইউনেস্কো। ফলে বাংলার সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ধারা আগে থেকেই চলছিল। এবার রাষ্ট্রসঙ্ঘ পশ্চিমবঙ্গকে সংস্কৃতির পীঠস্থান আখ্যায় ভূষিত করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের তরফে পশ্চিমবঙ্গের নাম বিবেচিত হচ্ছে বেস্ট ডেস্টিনেশন ফর কালচার অ্যাওয়ার্ডে। আগামী বছর তা প্রদান করবে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। আগামী বছরের ২৩ মার্চ এই উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে জার্মানির বার্লিনে। সেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে বেস্ট ডেস্টিনেশন ফর

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আপনারা সকলেই এ রাজ্যের পর্যটনের কথা প্রায়ই বলে থাকেন। এবার এই উপহার আপনাদের সকলের জন্য, যাঁরা রাজ্যের পর্যটন নিয়ে গর্ব করেন, সবার জন্য এই উপহার। রাষ্ট্রসঙ্ঘের তরফে এই স্বীকৃতি ঘোষণার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কালচার অ্যাওয়ার্ড। রাষ্ট্রসঙ্ঘের তরফে জার্মানি বার্লিনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই উপহার যেমন বাংলার জন্য, তেমন দেশের জন্যও। রাষ্ট্রসংঘের ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আন্তর্জাতিক পর্যটনের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে সেরা গন্তব্যস্থল হিসেবে বিবেচিত করা হয়েছে।

টুইট করে জানিয়েছেন সেই কথা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইটে লেখেন, এটা ঘোষণা করতে পেরে আমি গর্বিত বোধ করছি। জাতিসঙ্ঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থার অনুমোদিত প্যাসিফিট এরিয়া ট্র্যাভেল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন সংস্কৃতির সেরা গন্তব্যের জন্য আন্তর্জাতিক ভ্রমণ পুরস্কার ২০২৩-এ ভূষিত করবে পশ্চিমবঙ্গকে। বিশ্ব সংস্কৃতির মানচিত্রে বাংলা একটা পাকাপাকি জায়গা তৈরি করে নেবে বাংলা। বাংলা হবে জগৎসেরা।

সিপিএমের সুদিন ফিরছে, নাকি তৃণমূল পিছু হটছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: এ যেন ঠিক উলট পুরাণ! বামেদের কাছে লজ্জার হার তৃণমূলের! কিছুদিন আগেই পূর্বমেদিনীপুরে মন্ত্রীর গড়ে সমবায় সমিতির নির্বাচনে তৃণমূল হেরেছে বিজেপির কাছে। এবার সিপিএমের কাছে ৬৪-০ ব্যবধানে হার কলকাতার উপকণ্ঠে হাওড়ায় সমবায় সমিতিতে। সিপিএমের এই বিরাট জয়ের পর প্রশ্ন উঠে পড়েছে তৃণমূলের ভবিষ্যৎ নিয়েও।

হালে তৃণমূলের সাফল্য ছিল সংশয়াতীত। কোনও ভোটেই তৃণমূল হারের মুখ দেখছিল না। সিপিএম বা বিজেপি দূরবর্তী দ্বিতীয় বা তৃতীয় হচ্ছিল। কিন্তু সম্প্রতি পর পর বেশ কয়েকটি সমবায় সমিতি নির্বাচনে উল্টো ছবি দেখা যাচ্ছে বাংলায়। তৃণমূলকে হারিয়ে সাফল্যের দিশা পেতে শুরু করেছে বিজেপি ও সিপিএমও। হাওড়ায় সিপিএমের এই বিরাট জয়, আসন্ন নির্বাচনে তাদের অক্সিজেবন দেবেই। তৃণমূলের একচ্ছত্র আধিপত্যকে খাটো করে হাওড়ার সাঁকরাইলে সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি নির্বাচনে জয় পেয়েছে সিপিএম। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে করা হচ্ছে। গোটা বাংলায় যখন তৃণমূলের দাপট, তখন রাজধানী কলকাতার উপকণ্ঠে হাওড়ায় এই জয় সিপিএমকে আবার প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখাচ্ছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে আগে।

মুকুল কি ফের ‘চাণক্য’ হবেন রাজ্য রাজনীতিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুকুল রায় নিজের মস্তিষ্কের জোরে রাজ্য রাজনীতিতে ‘চাণক্যে’র ভূমিকার অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তৃণমূলেই হোক বা বিজেপিতে যোগ দেওয়া সাড়ে তিন বছর, তাঁর কৌশলী চালের সাক্ষী থেকেছে রাজ্য। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি নিজেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছিলেন ভোট রাজনীতিতে। সেই পুরনো মুকুলকে কি ফিরে পাবে বাংলা?

দ্বিতীয় দফায় তৃণমূলে ফেরত এসে এ যাবৎ তাঁকে দেখা যায়নি সক্রিয় ভূমিকায়। বিজেপিতেও একুশের নির্বাচনে তিনি সাদা-মাটা ভূমিকা পালন করেছেন। বলা চলে, ২০১৯-এ তাঁর হাত ধরে বিজেপির সাফল্যের মুখ দেখলেও একুশের ভোটে তাঁকে পোছেননি অমিত শাহরা। বিজেপিতে গুরুত্ব হারিয়ে তিনি আবার ভেড়েন তৃণমূলে। এখন তিনি তৃণমূলে এসে পুরনো ছন্দ ফিরে পাবেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন আগেও উঠেছিল। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ফের সেই প্রশ্ন উঠছে। কারণ তৃণমূলের হয়ে চারটি পঞ্চায়েত ভোট সামলেছেন তিনি। বিজেপির হয়ে একটি। ব্লক থেকে জেলা, জেলা থেকে রাজ্য তিনি হাতের তালুর মতো চিনতেন তৃণমূলে। এখন আবার তৃণমূলে ফিরে তিনি কি পুরনো জাদু ফের দেখাবেন?

ফের পুরনো ছন্দের খোঁজে

২০২৩-এর পঞ্চায়েত ভোটের দামাম বাজতে শুরু করেছে। তার আগে তৃণমূল পঞ্চায়েত-বৈঠকে বসতে চলেছে। সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে মুকুল রায়কেও। দুয়ারে পঞ্চায়েত ভোট উঁকি দেওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে, আবার মুকুল রায়কে পুরনো ফর্মে দেখা যাবে কি না। তিনি কিন্তু একটা বাক্যে যা বললেন, তা তাঁর ফিরে আসার ইঙ্গিতবাহী তো বটেই!

আবার রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে দেখা যাবে কি না, তৃণমূলের মিটিং মিছিলে দেখা যাবে কি না, তিনি আবার জেলায় জেলায় ছুটে যাবেন কি না? মুকুল রায় এর জবাব দিয়েছিলেন মাত্র দু'টি বাক্যে। বলেছিলেন, রাজনীতির লোককে তো রাজনীতিতেই দেখা যাবে। দল যেখানে বলবে, সেখানেই যাব। ভোট আসছে বঙ্গে। তাই আবার আলোচনায় মুকুল রায়।

তৃণমূলের নতুন সদর কার্যালয়ে এদিনই প্রথম এসেছিলেন মুকুল রায়। রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। সেখানেই তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তৃণমূলে পঞ্চায়েতের আগে তাঁরে পুরো ছন্দে দেখা যাবে কি না। তার উত্তরে মুকুল রায় বলেছিলেন, আমি এখনও মরে যাইনি, এখনও বেঁচে আছি।

মুকুল রায়কে এরপর প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাঁকে আসলে ভোট করানোটা তাঁর মতো বঙ্গ রাজনীতিতে খুব কম নেতা-নেত্রীই বোঝেন। তাই মুকুল রায় ফের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। মুকুল রায়ের সঙ্গে তৃণমূলস্তরের নেতা-নেত্রীদের এতটাই নিবিড় যোগাযোগ ছিল যে, ‘কৌটিল্য’ মুকুলের ভোট-অঙ্ক ভুল যেত না। তাই তাঁর কদর এখনও রয়েছে। মুকুল রায় তৃণমূলে ফিরে আসার পর নানা সংকটের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন। তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরই স্ত্রী-বিয়োগ ঘটেছে তাঁরা। নিজের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সুস্থির ছিল না। তাঁকে বহুবার অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে শোনা গিয়েছে। এখন তাঁর শরীর অনেক সুস্থ বলে দাবি করে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে আসার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

মুকুল রায় তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর পারিবারিক সমস্যা ও মানসিক সমস্যাতেই শুধু পড়েননি, তাঁকে বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করে কোণঠাসা করে দেওয়া হয়েছিল। লাগাতার মামলার চাপও তাঁর সক্রিয় রাজনীতিতে আসার অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। আইনি লড়াইয়ের ফলে তৃণমূলে যোগ দিয়েও তাঁকে বিজেপি সাজতে হয়েছিল। সম্প্রতি পিএসি চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে তিনি ঝামেলা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। আর বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেল হেফাজতে, বীরভূমের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলও জেল হেফাজতে। এই অবস্থা কর্মীদের মনোবল ফেরাতে মুকুল রায়ের মতো পোড়খাওয়া নেতাকে কাজে লাগানো প্রয়োজন মনে করছে তৃণমূলও। তাহলে মুকুল-তৃণমূলে পুরনো ছন্দ ফের ফিরে আসতে পারে রাজ্য রাজনীতিতে।

ফের গঙ্গার গ্রাসে মুর্শিদাবাদ ভাঙন শুরু হতেই হাহাকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: গঙ্গা ভাঙনে তলিয়ে গিয়েছে চাষের জমি, বেশ কয়েকটি বাড়ি। তলিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে আরও গোটা ৫০টি বাড়ি। বাড়ি থেকে বাড়ির ইট, টালি ছাড়িয়ে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র পালাচ্ছেন গ্রামের বাসিন্দারা। নতুন করে গঙ্গা ভাঙন শুরু হওয়ায় আতঙ্ক ছড়াচ্ছে এলাকাজুড়ে। বছর তিনেক ধরে ভাঙন চললেও ভাঙন প্রতিরোধের কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার সকাল থেকেই ভাঙন শুরু হয়েছে সামশেরগঞ্জের বোখদাদনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতাপগঞ্জ গ্রামে। ভাঙন কবলিত পরিবারগুলিকে প্রাথমিক স্কুলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। প্রশাসন সমস্তরকমভাবে গ্রামবাসীদের সঙ্গে আছে। সামশেরগঞ্জের প্রতাপগঞ্জে প্রায় হাজার পাঁচেক মানুষ বাস করে। কৃষিকাজ, বিড়ি বেঁধে কোনওরকমে জীবিকা নির্বাহ করায় ছিল তাদের রোজনামচা। কিন্তু নতুন করে ভাঙন শুরু হওয়ায় মাথায় ছাদটুকু চলে যাওয়ায় মঙ্গলবার সকাল থেকেই চোখের জলে ভাসাচ্ছেন গ্রামবাসীরা। তিলতিল করে তৈরি করা বাড়ি বাচাতে কেউ ইট, কেউ বাড়ির গ্রিল, কেউ দরজা জানলা খুলতে ব্যস্ত। গ্রামবাসীদের একটাই দাবি স্থায়ী সমাধান করুক সরকার। গোটা গ্রামজুড়ে শুধুই হাহাকার। ভাঙন বিধ্বস্ত সীমা বিবি বলেন, ‘‘আর একটু ভাঙনেই আমার বাড়িটা নদীতে তলিয়ে যাবে। আমার আর শেষ সম্বল বলে কিছু থাকল না। সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।’’ গ্রামবাসী রাকেশ সরকার বলেন, ‘‘গঙ্গা এখান থেকে প্রায় ১৬ কিমি দূরে ছিল। আজ দুয়ারে এসেছে গঙ্গা।’’ গ্রাম থেকে ধুলিয়ান যাওয়ার প্রধান রাস্তাও গঙ্গায় তলিয়ে যাবে। বছর তিনেক ধরে ভাঙন চললেও ভাঙন প্রতিরোধের কোনও কাজ হচ্ছেনা। কিছুদিন আগে বালির বস্তা ফেলা হলেও তা জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে গিয়েছে।

নতুন ব্লক সভাপতি মানতে নারাজ নন্দীগ্রামে গণ ইস্তফার হুঁশিয়ারি তৃণমূলকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও কাঁথি সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের সর্বস্তরের কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের সভাপতি করা হয়েছে বাপ্পাদিত্য গর্গকে এবং নন্দীগ্রাম ২ ব্লকের সভাপতি করা হয়েছে অরুনাভ ভুঁইয়াকে। আর তাতেই ক্ষোভ নন্দীগ্রামের নেতা-কর্মীদের একাংশের। রীতিমতো গণ ইস্তফার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নন্দীগ্রাম বিধানসভা ভোটে তাঁর প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট শেখ সুফিয়ান বলেন, ‘‘আমাদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি। যার ফলে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়াতে ক্ষোভে ফুঁসছে নন্দীগ্রামের কর্মীরা। এতে শুভেন্দু অধিকারীকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা গত বিধানসভা ভোটে শুভেন্দু অধিকারীর হয়ে কাজ করেছে, প্রাচীরের ওপাশে বসে রয়েছিল, তাঁদের আজকে পদ দেওয়া হল তারই বিরুদ্ধে ক্ষোভ কর্মীদের।’’ রাজ্য নেতৃত্বের এহেন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছে নন্দীগ্রামের এক ঝাঁক নেতৃত্ব ও কর্মীরা। তাঁদের তালে তাল মিলিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি। নন্দীগ্রামে এক ও দুই ব্লকের তৃণমূলের নতুন সভাপতি ঘোষণা হওয়ায় ক্ষোভ তৃণমূলের সুফিয়ান গোষ্ঠীর।

দিওয়ানজী চাউল ভাণ্ডার

এখানে বিভিন্ন ধরনের চাল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ- মনিরুল করিম (হারুদা)

মোবাইলঃ-৭০৬৩১৫৫৬০২

আত্মসমালোচনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি

মানুষকে স্বাধীন চিন্তাশক্তি দেওয়ার ফলে তাদের মধ্যে তিন ধরনের নফসের সম্মিলন ঘটেছে। নফসে আম্মারাহ, নফসে লাউওয়ামাহ এবং নফসে মুতামাইন্না। এর মধ্যে নফসে আম্মারাহ বা কুপ্রবৃত্তি মানুষকে জৈবিক কামনা-বাসনা ও দুনিয়ার লোভ-লালসার দিকে আকৃষ্ট করে তাকে মন্দ কাজের দিকে নিয়ে যায়। একমাত্র আত্মসমালোচনার দ্বারাই নিজের কুপ্রবৃত্তি দমন করা সম্ভব। আরবি 'মুহাসাবাতুন নাফস' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'আত্মার হিসাব গ্রহণ করা।'

সৈয়দ আসাদুজ্জামান

আমরা জাগতিক জীবন নিয়ে মত্ত হয়ে থাকি এবং ভুলে যাই পরকালের কথা। ইহকালের জীবন হচ্ছে অতি ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু পরকালের জীবন হচ্ছে অনন্তকালের। সেই জীবনের শুরু আছে, কিন্তু শেষ নেই। আমরা ইহকালে যেমন কর্ম করব, পরকালে তেমন ফল ভোগ করব। ইহকাল হচ্ছে আমাদের জন্য একটি পরীক্ষার জায়গা। নিজের চিন্তা শক্তির সঠিক ব্যবহার করে যারা সঠিক পথ অবলম্বন করবে, তারাই ইহকালের পরীক্ষায় সফল হতে পারবে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মনুষ্য জাতিকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' মানে 'সৃষ্টির সেরা জীব' হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মনুষ্য জাতিকে তিনি স্বাধীন চিন্তাশক্তির ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন, যা দিয়ে মানুষ ভালো ও মন্দ বিচার করতে পারে এবং সঠিক পথ বেছে নিতে সক্ষম হয়। মজার ব্যাপার হল, আমরা অন্যের ভালো-মন্দের বিচার যেভাবে করতে পারি, সেভাবে নিজের ভালো-মন্দের বিচার করতে পারি না, কিংবা বিচার করি না। কাউকে যদি দায়িত্ব দেওয়া হয়, অপর একজন ব্যক্তির দশটি দোষ খুঁজে বের করতে, দেখা যাবে তিনি হয়তো ওই ব্যক্তির শতাধিক দোষ খুঁজে বের করে ফেলেছেন। আমরা অন্যের চলাফেরা, কথাবার্তায়, কাজকর্মে ও সার্বিক দিক বিবেচনা করে অনেক দোষ বা ভুল ধরতে পারি। অন্যের ভুল বা দোষ নিয়ে একে অপরের সমালোচনা করতে করি। যদিও এটা একদমই অনুচিত ও গর্হিত কাজ। আমরা অন্যের ভুল বা দোষ খুঁজে বের করে তাকে সংশোধন করতে অনেক পরামর্শ দিয়ে থাকি, কিন্তু সেটা উচিত ছিল নিজের জন্য করা। নিজের সমালোচনা করাই হচ্ছে আত্মসমালোচনা। ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মসমালোচনা করাই অতি উত্তম কাজ।

মানুষকে স্বাধীন চিন্তাশক্তি দেওয়ার ফলে তাদের মধ্যে তিন ধরনের নফসের সম্মিলন ঘটেছে। নফসে আম্মারাহ, নফসে লাউওয়ামাহ এবং নফসে মুতামাইন্না। এর মধ্যে নফসে আম্মারাহ বা কুপ্রবৃত্তি মানুষকে জৈবিক কামনা-বাসনা ও দুনিয়ার লোভ-লালসার দিকে আকৃষ্ট করে তাকে মন্দ কাজের দিকে নিয়ে যায়। একমাত্র আত্মসমালোচনার দ্বারাই নিজের কুপ্রবৃত্তি দমন করা সম্ভব। আরবি 'মুহাসাবাতুন নাফস' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'আত্মার হিসাব গ্রহণ করা।' ইংরেজিতে একে বলা হয়— সেল্ফ ক্রিটিসিজম বা সেল্ফ অ্যাকাউন্টিবিলিটি অর্থাৎ আত্মসমালোচনা। পারিভাষিক অর্থে আত্মসমালোচনা বলতে বোঝায়, সচেতনভাবে কোনও কাজ সম্পন্ন করা বা পরিত্যাগ করা, যাতে কৃতকর্ম সম্পর্কে নিজের সুস্পষ্ট ধারণা থাকে। সুতরাং যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজ হয়, তবে তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা। আর যদি তা আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কাজ হয়, তবে তা থেকে বিরত থাকা। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজ তথা ইবাদতে মশগুল রাখা। আত্মসমালোচনাকে প্রতিটি মোমিনের জন্য অপরিহার্য ঘোষণা করে পবিত্র কোরানে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আগামীকালের জন্য (অর্থাৎ আখিরাতের জন্য) সে কী প্রেরণ করেছে, তা চিন্তা করা। আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, ফলে আল্লাহ তাদের আত্মভোলা করে দিয়েছেন (অর্থাৎ তারা কোন কাজটি ভালো, কোনটি মন্দ তা বাছাই করার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে)। নিশ্চয়ই তারা ফাসিক।' (সূরা হাশর- ১৮)।

আত্মসমালোচনাকারীদের প্রশংসা করে পবিত্র কোরানের অপর একটি অংশে আল্লাহ বলেছেন, 'যাদের মনে আল্লাহর ভয় রয়েছে, তাদের ওপর শয়তানের আগমন ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে।' (সূরা আল আ'রাফ, ৭/২০১)।

আত্মসমালোচনার গুরুত্ব সম্পর্কে বিশ্বনবি হজরত মহম্মদ সা.-এর নির্দেশনা থেকে হজরত ওমর রা. বলেছিলেন, 'তোমরা নিজেদের আমলনামার হিসাব নিজেরাই গ্রহণ করো, চূড়ান্ত হিসাব দিবসে তোমাদের কাছ থেকে হিসাব গৃহীত হওয়ার পূর্বেই। আর তোমরা তোমাদের আমলনামা মেপে নাও চূড়ান্ত দিনে মাপ করার পূর্বেই। কেননা আজকের দিনে নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ করতে পারলে আগামীদিনের চূড়ান্ত মুহূর্তে তা তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। তাই সেই মহা প্রদর্শনীর দিনের জন্য তোমরা নিজেদের সুসজ্জিত করে নাও, যেদিন তোমরা (তোমাদের আমল-সহ) উপস্থিত হবে এবং তোমাদের কিছুই সেদিন গোপন থাকবে না।' (তিরমিজি ২৪৫৯, সনদ মওকুফ সহীহ)।

হজরত ওমর রা. এর এই বাণী থেকে এখানে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মসমালোচনা করে নিজেদের দোষ ও ভুলগুলো খুঁজে বের করতে হবে এবং নিজেকে সংশোধন করে নিতে হবে। আমরা যদি আত্মভোলা হয়ে যাই, তাহলে পথভ্রষ্ট হয়ে আমরা ভুল পথে পা বাড়িয়ে দেব। নিজের ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা হারিয়ে দ্বিধাহীন পাপকর্মে লিপ্ত হব। যার কারণে পরকালে পেতে হবে কঠিন শাস্তি। আমরা আমাদের চিন্তাশক্তি দিয়ে নিজেদের প্রতিটি কাজের ভালো-মন্দের বিচার করার ক্ষমতা রাখি। তাই আত্মসমালোচনা করা কোনও কঠিন কাজ নয়, বরং আত্মসমালোচনা করলে ইহকাল হবে সুন্দর ও পরকালের হিসাব-নিকাশ একদম সহজ হয়ে যাবে।

আমরা কোনও কাজের সংকল্প করার আগেই সে কাজটি সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে যে, কাজটি ইহকাল ও পরকালের জীবনের জন্য উত্তম না ক্ষতিকর? কাজটি কি হারাম, না হালাল? কাজটিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে, না অসন্তুষ্টি? অতঃপর যখন কাজটি উত্তম হবে, তখন আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে কাজে নেমে পড়তে হবে। আর কাজটি খারাপ হলে একইভাবে পূর্ণ একনিষ্ঠতা ও তাওয়াক্কুলের সঙ্গে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রতিদিন সকালে আন্তরিকভাবে প্রত্যয় দীপ্ত হতে হবে, যেন সারা দিন সৎ আমলের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে অসৎ আমল থেকে বিরত থাকা যায়। আবার দিন শেষে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে সারা দিনের সব কাজকর্মের ওপর আলোকপাত করতে হবে। যদি কোনও কথা বা কাজে কোনও ভুল বা দোষ থাকে, তার জন্য আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। ভবিষ্যতে অনুরূপ কাজ থেকে বিরত থাকার প্রত্যয় রেখে তওবা করতে হবে। কারও সঙ্গে কোনও অন্যায় করলে তার কাছে লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইতে হবে। এভাবে চলতে পারলে নিজেকে সংশোধন করে পাপকর্ম হতে বিরত থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যাবে।

মোট কথা, একমাত্র আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজের আত্মশুদ্ধি সম্ভব। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে পরিশুদ্ধ মানুষ হতে হলে আত্মসমালোচনার কোনও বিকল্প নেই। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের আত্মসমালোচনা করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

ইসলামে বিয়ের নিয়ম ও শর্ত-বিধান

বিয়ে আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত ও রাসুল সা.-এর গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। চারিত্রিক অবক্ষয় রোধের অনুপম হাতিয়ার। আদর্শ পরিবার গঠন, মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণ ও মানবিক প্রশান্তি লাভের প্রধান উপকরণ। বিয়ে ইসলামী শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান।

পবিত্র কোরানে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, 'আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম হল; তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জীবনসঙ্গিনী, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা রুম, আয়াত ২১)

ইসলামে বিয়ের যাবতীয় নিয়ম-কানুন এবং বিধান-শর্ত ও আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। ইসলামে বিয়ের রুকন বা মৌলিক ভিত্তি হল—

এক, বর-কনে উভয়ে বিয়ে সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হওয়া।

দুই, ইজাব বা প্রস্তাবনা— এটি হচ্ছে বরের কাছে মেয়ের অভিভাবক বা তার প্রতিনিধির পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব উপস্থান করা। যেমন, 'আমি অমুককে তোমার কাছে বিয়ে দিলাম' অথবা এ ধরনের অন্য কোনওভাবে প্রস্তাব পেশ করা।

তিন, কবুল বা গ্রহণ করা এটি বর বা তার প্রতিনিধির সম্মতিসূচক বাক্য। যেমন, 'আমি কবুল বা গ্রহণ করলাম' ইত্যাদি।

বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার শর্ত—

- বর-কনে উভয়কে গ্রহণযোগ্যভাবে নির্দিষ্ট করে নেওয়া।
- বর-কনে একে অন্যের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া। রাসুল সা. বলেন, 'স্বামীহারা নারী (বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা)-কে তার সিদ্ধান্ত ছাড়া (অর্থাৎ পরিষ্কারভাবে তাকে বলে তার কাছ থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে) বিয়ে দেওয়া যাবে না। কুমারী মেয়েকে তার সম্মতি (কথার মাধ্যমে অথবা চুপ থাকার মাধ্যমে) ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ সা. কেমন করে তার সম্মতি জানব?' তিনি বললেন, 'চুপ করে (লজ্জার দরুন) থাকাটাই তার সম্মতি।' (বুখারি, হাদিস নং-৪৭৪১)
- বিয়ের আকদ (চুক্তি) করানোর দায়িত্ব মেয়ের অভিভাবককে পালন করতে হবে। যেহেতু আল্লাহতায়ালা বিয়ে দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের প্রতি নির্দেশনা জারি করেছেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আর তোমরা তোমাদের মধ্যে অবিবাহিত নারী-পুরুষদের বিবাহ দাও।' (সূরা নূর, ২৪-৩২)

রাসুল সা. বলেন, 'যে নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করবে তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল।' (তিরমিজি, হাদিস নং-১০২১)

- বিয়ের আকদের সময় সাক্ষী রাখতে হবে। রাসুল সা. বলেন, 'অভিভাবক ও দুইজন সাক্ষী ছাড়া কোনও বিবাহ নেই।' (সহিহ জামে, হাদিস নং-৭৫৫৮)

সাক্ষী এমন দুইজন পুরুষ (স্বাধীন) সাক্ষী বা একজন পুরুষ (স্বাধীন) ও দুইজন মহিলা সাক্ষী হতে হবে, যারা প্রস্তাবনা ও কবুল বলার উভয় বক্তব্য উপস্থিত থেকে শুনতে পায়। (আদ-দুররুল মুখতার-৩/৯; ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/২৬৮)

বিয়ের প্রচারণা নিশ্চিত করাও জরুরি। রাসুল সা. বলেন, 'তোমরা বিয়ের বিষয়টি ঘোষণা করো।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-১০৭২)

- ন্যায়পরায়ণ হওয়া। অর্থাৎ ফাসেক না হওয়া। কিছু কিছু আলেম এই শর্তটি আরোপ করেছেন। অন্যেরা বাহ্যিক 'আদালত'কে (ধর্মভীরুতা) যথেষ্ট বলেছেন। আবার কারও কারও মতে, যাকে তিনি বিয়ে দিচ্ছেন তার কল্যাণ বিবেচনা করার মতো যোগ্যতা থাকলেও চলবে।
- পুরুষ হওয়া। প্রিয় নবি সা. বলেন, 'এক নারী অন্য নারীকে বিয়ে দিতে পারবে না। অথবা নারী নিজে নিজেকে বিয়ে দিতে পারবে না। ব্যভিচারিনী নিজে নিজেকে বিয়ে দেয়।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস নং—১৭৮২; সহীহ জামে—৭২৯৮)
- বিয়ের ক্ষেত্রে বর-কনের 'কুফু' বা সমতা ও অন্যান্য কল্যাণের দিক বিবেচনা করতে পারার যোগ্যতাবান হওয়া।

ফিকাহবিদরা অভিভাবকদের ধারা নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং কাছের অভিভাবক থাকতে দূরের অভিভাবকের অভিভাবকত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। কাছের অভিভাবক না থাকলে দূরের অভিভাবক গ্রহণযোগ্য হবে।

কনের অভিভাবক হওয়ার জন্য শর্ত—

- সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া।
- প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।
- দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়া।
- অভিভাবক কনের ধর্মানুসারী হওয়া। সুতরাং কোনও অমুসলিম ব্যক্তি মুসলিম নর-নারীর অভিভাবক হতে পারবে না।

দ্য ভয়েস অব লিটারেচার

ছোটোগল্প

লাইনচ্যুত গাড়ি

কাজী সামসুল আলম

"রুকসানা, মাকে বলিস, আজ মাসের বাইশ তারিখ হয়ে গেল, বেতন না পেলে আমার চলে কী করে?"

হাসিকুল স্যারের কথা শুনে লেখা বন্ধ করে নীচের দিকে মুখ করে ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' সংকেত দিল।

হাসিকুল গ্রামের দরিদ্র পরিবারের ছেলে। নিজের গ্রামে তেমন টিউশনির চাহিদা নেই বলেই চার গ্রাম দূরের খানিক মফস্বল লাগোয়া এই গ্রামে এসে টিউশনি পড়ায়। এখানে ওর মাসির বাড়ি। সেই বাড়িতেই সে এ গ্রামের গোটা নয়েক ছাত্র-ছাত্রীকে ইংরেজি পড়ায়। বেতন নামে মাত্র। কিন্তু তাও এদের দিতে দিতে পরের মাস শেষ হয়ে যায়। রুকসানা এইটে পড়ে। প্রতিমাসেই বেতন দিতে দেরি করে। হাসিকুল জানে, তাগাদা না দিলে টাকা পাওয়া যাবে না। বেশি দেরি হলে পরের মাস চলে আসবে, আর দিতে পারবে না।

রুকসানা লজ্জা পেয়েছে দেখে ক্লাস নাইনের মোজাম্মেলকে বলল, "কীরে তোকে যে ভয়েস চেঞ্জগুলো করতে দিলাম, সেগুলো হ'ল আমাকে আবার আজ একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে। ইউনিভার্সিটি যাওয়ার আগে পরীক্ষার ড্রাফট কাটতে হবে।"

মোজাম্মেল বলল, "স্যার, কী পরীক্ষা দেবেন?"

"আর বলিস না, এই যে তোদেরকে টিউশনি পড়াই, সে কি আর শখে পড়াই। নিজের পড়া বাদ দিয়ে তোদেরকে পড়িয়ে যে কটা টাকা পাই, সেগুলি পরীক্ষার ফি, বই কেনার টাকা, ট্রেন ভাড়া, বাস ভাড়া দিতে কুলোয় না। মাঝে মধ্যে জন-মুনিষ খাটতে হয়।"

মোজাম্মেল এই ব্যাচের সব থেকে সিনিয়র, নাইনে পড়ে, তাই হাসিকুলের সঙ্গে একটু বেশিই কথা বলে। তাই আবার জিজ্ঞাসা করল, "এটা কীসের পরীক্ষা স্যার।"

"চাকরির পরীক্ষা। এখন পরীক্ষা দিলে চাকরি পেতে পেতে পাঁচ ছ বছর লেগে যায়। তাই পড়তে পড়তেই পরীক্ষা দিলে ভালো।"

এবার জুমরাতন জানতে চাইল, তআপনি কীসের চাকরি পাবেন স্যার? পুলিশের না মাস্টারের?"

"পুলিশ, মাস্টার, ব্যাঙ্ক, কিছুই তো বাদ দিচ্ছি না রে। চাকরি একটা পেলেই হলো।"

"আপনি মাস্টারের চাকরি পেলে খুব ভালো হবে। আমাদের স্কুলে এসে পড়াবেন। আমরা বলব, হাসিকুল স্যার আমাদের টিউশনি পড়াতেন।"

"আমি যখন মাস্টারি পাব, তখন তোদের বিয়ে না হয়ে যায়? সে অনেক বছর লেগে যায় রে চাকরি পেতে!"

জুমরাতন আর কথা বলে না, মন দিয়ে লিখতে থাকে।

ইংরেজি নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে এম-এ তে ভর্তি হওয়ার আগে থেকেই টিউশনি পড়ায় হাসিকুল। তিনটে ব্যাচ, সপ্তাহে তিন দিন সব জায়গায়। বাড়িতে দু'টো ব্যাচ, এখানে মাসির বাড়িতে একটা ব্যাচ। বাড়িতে যাদের পড়ায় তাদের অনেকে পয়সা দেয় না, ফ্রিতে পড়ে। কেউ কাকার ছেলে, কেউ জেঠুর ছেলে, কেউ মাসির ছেলে। মন চাইলে দেয়, না চাইলে দেয় না। হাসিকুলও টাকার জন্য এদের বলেনি কাউকে। দেবেই বা কোথা থেকে। সবারই তো একই অবস্থা। খাতা-পেন কেনার টাকাই জুটে না। কারও বাপ রাজমিস্ত্রির কাজ করে তো কারও বাপ জন-মজুর খাটে। একদিন কাজ হলে তিনদিন বন্ধ। সংসার চালাতেই হিমশিম অবস্থা।

এখানে মাসির বাড়িতে বুধবার, শনিবার ও রবিবার আসে। শনি রবি ইউনিভার্সিটি যেতে হয় না। এখানে সকালে পড়াতে তাই অসুবিধা নেই। কিন্তু বুধবারে একটু দেরি হয়ে যায়। সকাল সাড়ে ন'টার ট্রেন মিস হয়ে গেলে এগারোটা চল্লিশের ক্লাস আর করা যায় না। তাই পৌনে আটটার মধ্যে পড়া শেষ করিয়ে সাইকেল নিয়ে পড়ি মড়ি করে বাড়ির দিকে ছুট দেয়। ন'টার মধ্যে বাড়ি পৌছানো চাইই তার। ন'টা কুড়ির মধ্যে বাড়ি থেকে না বেরোলে নির্ঘাত ট্রেন ফেল।

তিনটে ব্যাচ মিলিয়ে হাজার দু'য়েক টাকা হাতে পায়। মাঝে মাঝে কেউ কেউ টাকা দিতে পারে না। কেউ বলে, "দাদা, মা বলেছে পরের মাসে দিয়ে দেবে।" কেউ বলে, "স্যার, টাকা নেই, বাবা আর পড়তে না বলেছে।"

হাসিকুল জানে এ গ্রামের সবারই একই অবস্থা। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তাই বলে, "ঠিক আছে পড়তে আসিস, যা দেয় তাই আনিস। আমারও চলুক, তোদেরও

ইংরেজি নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে এম-এ তে ভর্তি হওয়ার আগে থেকেই টিউশনি পড়ায় হাসিকুল। তিনটে ব্যাচ, সপ্তাহে তিন দিন সব জায়গায়। বাড়িতে দু'টো ব্যাচ, এখানে মাসির বাড়িতে একটা ব্যাচ। বাড়িতে যাদের পড়ায় তাদের অনেকে পয়সা দেয় না, ফ্রিতে পড়ে। কেউ কাকার ছেলে, কেউ জেঠুর ছেলে, কেউ মাসির ছেলে। মন চাইলে দেয়, না চাইলে দেয় না। হাসিকুলও টাকার জন্য এদের বলেনি কাউকে। দেবেই বা কোথা থেকে। সবারই তো একই অবস্থা। খাতা-পেন কেনার টাকাই জুটে না। কারও বাপ রাজমিস্ত্রির কাজ করে তো কারও বাপ জন-মজুর খাটে। একদিন কাজ হলে তিনদিন বন্ধ। সংসার চালাতেই হিমশিম অবস্থা।

চলুক।"

রাস্তাঘাটে ছেলে-মেয়েদের মা-বাবাদের সঙ্গে দেখা হলে তারা লজ্জা পায়। বলে হাসিকুল, "কিছু মনে করো না বাবা, তোমার টাকাটা ঠিক দিয়ে দেব। টাকা হাতে এলেই পাঠিয়ে দেব। হাসিকুল লজ্জা পায়। বলে ঠিক আছে কাকিমা, ও নিয়ে চিন্তা কোরো না।"

সেদিন ফুড দপ্তর থেকে একটা পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড এসেছে। শহরের এক স্কুলে সেন্টার পড়েছে। ঠিকানা জানতে পাশের পাড়ার সুনির্মল কাকুর কাছে গিয়েছিল। তাঁর মুদি দোকান আছে, তিনি সপ্তাহে দু'দিন শহরে যান। শহরের অলিগলি সব চেনেন। তিনি শুনে বললেন, "বাবু হাসি, অ্যাডমিট কার্ড পেয়ে তুমি পরীক্ষায় বসলেই কি চাকরি পেয়ে যাবে? তুমি পাস করলেও তোমাকে ইন্টারভিউয়ে ডাকবে না। আগে গিয়ে যোগাযোগ করো, টাকা পয়সার কথাবার্তা বলো। তবেই চাকরির আশা করবে। পরীক্ষা দিচ্ছো দাও, আমি মানা করব না। তবে ওঁদের সঙ্গে গিয়ে কথা বলো।"

হাসিকুল ভেবেছিল, শুধু মাস্টারিতেই এমন টাকার লেনদেন হয়। সরকারি অফিসের চাকরিতে বোধহয় হয় না। কিন্তু যা শুনল, তা অবিশ্বাস করে কী করে? সুনির্মলবাবুদের তিন পুরুষের ব্যবসা। এই ব্যবসার সৌজন্যে রাজনীতির লোকেদের সঙ্গে তাঁর ওঠা-বসা। নানা প্রয়োজনে গ্রামের হিন্দু মুসলিম সবাই এই সুনির্মলবাবুর কাছে আসে। তাঁরই পরামর্শে গঞ্জের অফিসে ছোটনদার সঙ্গে দেখা করতে গেল হাসিকুল।

ছোটন বলল, "ঠিক আছে জেরক্স রেখে যাও। উপর মহলে খোঁজ নিয়ে তোমায় জানাবো। পরশু একবার এসে জেনে যেও।"

আজকে আর ইউনিভার্সিটি যাওয়ার ইচ্ছে নেই হাসিকুলের। সে ভাবল, আর একটু খোঁজ খবর করা যাক। আসলে ওর গ্রামে ও ছাড়া আর কেউ ইউনিভার্সিটিতে পড়েনি। পাশের গ্রামের নিশিকান্তদা এমএ পাস করে ওর মতোই টিউশনি পড়ায়। আজ তাঁর কাছে যাওয়ার ভাবনা আছে। সে যদি কিছু বলতে পারে এ বিষয়ে।

নিশিকান্তদা হাসিকুলকে দেখে বলল, "আয় বোস, কেমন আছিস?"

"আর থাকা দাদা, ভাবছিলাম, মাস্টারিটা না হয় টাকা না দিলে হবে না, তা বলে সরকারি অফিসেও টাকা না দিলে চাকরি হবে না? তাহলে আমাদের মতো গরিব ছেলেদের এত কষ্ট করে না খেয়ে না দেয়ে পড়ে লাভটা কী?"

"কী আর করবি? দ্যাখ, যদি টাকা জোগাড় করতে পারিস। তাছাড়া এখন আর উপায় নেই রে।"

ছোটনদা বলল, "আমরা কোটা পাইনি, তবে তোর জন্য ব্যবস্থা হয়ে যাবে। রিস্ক নিতে হবে। যদি না হয়, টাকাটা ফেরত পাবি, তবে দেরি হবে। যদি ইচ্ছা হয়, পরীক্ষার আগে এসে কথা বলে যাস।"

মা সব শুনে বলল, "গয়না বলতে তো হাতের দু'গাছা চুড়ি, কানের দু'টো মাকড়ি, বিক্রি করলে আর কত হবে? পঞ্চাশ হাজারও হবে না। রাস্তার ধারের ওই পাঁচ কাঠা জমিটা রেখেছিলাম, তোর বোনের বিয়ের জন্য। এখন যদি তোর চাকরিটা হয়, তবে রেখে আর কী হবে? তুই চাকরি পেলে তোর বোনের বিয়ের জন্য আর চিন্তা থাকে না।"

দামাদামি হয়ে যাওয়ার পরও জমি নিতে রাজি হল না সাইফুল আলি। রেকর্ডে হাসিকুলের দাদুর নাম আছে। হাসিকুলের বাপের নামে নেই। এই নাম পরিবর্তন না হলে সে জমি নিতে পারবে না। জমি বিক্রির কথা চালাচালি হতেই হাসিকুলের পিসি এসে পঞ্চায়েতে নালিশ করেছে। বাপের নামে জমি আছে যেহেতু এই জমির ভাগ সেও পাবে। হিসাব মতো তিন ভাগের এক ভাগ।

হাসিকুলের বাপ রাজমিস্ত্রির কাজ করে। ট্রেনে করে রাখালিয়া স্টেশনের কাছে কাজে যায়। বাড়ি ফিরে বোনের এমন অভিযোগ ও নালিশ শুনে খুব স্তম্ভিত হয়ে গেল। বাপ মরে যাওয়ার পরে বোনটিকে নিজের জমি বিক্রি করে বিয়ে দিয়েছিল। কাঠ মিস্ত্রি জামাই চার ভরি সোনা, নগদ কুড়ি হাজার টাকার কমে বিয়েতে রাজিই হল না। কুলসুমের ছেলেটিকে পছন্দ হওয়ায় হাসিকুলের বাপ সেরাবুর্দি বিয়েটা ভাঙতে পারেনি।

"তখনকার আমলে ছ'কাঠা জমি বিক্রির পুরো টাকাটাই ওর বিয়েতে খরচ হয়ে গেছে। এতবছর পর সেই বোন এসে বলে কি না জমির ভাগ দিতে হবে। কী আর করা যাবে, সে যদি ভাগ চায়, তার ভাগ দিয়ে দিতে হবে।" গায়ের জামা খুলতে খুলতে বউকে বলল সেরাবুর্দি।

সুযোগ এসেও হাত ছাড়া হয়ে যেতে খুব মন খারাপ হল হাসিকুলের। ছোটনদা বলল, "তোর জন্য ম্যানেজ করেছিলাম, কী আর করবি? পরে সুযোগ এলে আবার আসিস, দেখব তখন।"

হাসিকুল জানে, তার আর চাকরি হবে না, কোনওদিন হবে না। চাকরির যা বাজার দাম। আধবেলা খেয়েও সেই টাকা সে জোগাড় করতে পারবে না। ব্যবসাও যে সে করবে তাও পারবে না। বোনের বিয়ে, ভাবতেই কান্না পাচ্ছে তার। বাপ আর কদিন কাজ করবে। এখনই একদিন কাজে গেলে পরদিন যেতে পারে না, হাঁফিয়ে উঠে। দোতলা ভারায় উঠলে পা কাঁপে বলে শুনেছে বাপের সঙ্গে জোগাড়ের কাজে যাওয়া হাবিবুলের কাছে। হাবিবুল বলেছে, "হাসি, তোর বাবাকে আর কাজ করতে পাঠাসনি, কোনদিন কী হয়ে যায়?"

সেই থেকে ভারার কাজে বাপকে যেতে দেয় না হাসিকুল। হাসিকুল বসে বসে ভাবে, আর তো ক'টা দিন! এম এ পাস করে নিতে পারলে গঞ্জের কোচিং সেন্টারে টিউশনি পড়ালে কিছু টাকা বেশি পাবে। তারই অপেক্ষা। এম এ পাস করে টোটো চালাতে বড্ড লজ্জা লাগবে। জন-মজুর কি খাটা যায়? ভাবতে থাকে, হাসিকুল ভাবতে থাকে।

সূর্যের তেজে ধ্বংস হবে পৃথিবী!

গোটা গ্রহকে গিলে খেতে পারে আগুনে গিরিখাত

নিজস্ব প্রতিনিধি: সূর্য দিনে দিনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে। সৌর-পৃষ্ঠের আগুনের গিরিখাত ক্রমেই উন্মুক্ত হচ্ছে। সেই আগুন গিরিখাত গিলে খেতে পারে পৃথিবীর মতো গ্রহকেও। স্পেস ওয়েদার ডট কম-এর মতে সৌর ক্রিয়াকলাপের ফলে ফিলামেন্টটি অস্থির হয়ে ওঠে এবং এর ধ্বংসাবশেষ সূর্যের বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে বিস্ফোরিত হয়ে আগুনের গিরিখাত তৈরি করে।

আরও জানা গিয়েছে, সূর্যের উপরে ওই আগুনের গিরিখাতের দেওয়ালগুলি প্রায় ২০ হাজার কিলোমিটার উচ্চতায় প্রসারিত এবং প্রায় পাঁচ গুণ লম্বা। ওই গিরিখাত পৃথিবীকে গ্রাস করার পক্ষে যথেষ্ট। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, বিস্ফোরণস্থল থেকে একটি করোনা মাস ইজেকশন বা সিএমই নির্গত হচ্ছে। করোনার মাস ইজেকশন বা সিএমই সূর্যের পৃষ্ঠ থেকে সবথেকে বড়ো অগ্ন্যুৎপাতের মধ্যে একটি যা মহাকাশে প্রতি ঘণ্টায় কয়েক মিলিয়ন মাইল বেগে এক বিলিয়ন টন পদার্থ ধারণ করতে পারে। ফলে সূর্যের উপর আগুনের ক্যানিয়ন তৈরি হয়। এই সৌর উপাদানটি আন্তঃগ্রহের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। এটি যে কোনও গ্রহ বা মহাকাশযানকে আকর্ষণ করতে পারে।

সূর্যের ওই সিএমই সৌর ঝড়ে রূপে প্রবাহিত হয় সৌর জগতে। ফলে অন্যান্য গ্রহের মতো পৃথিবীর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।

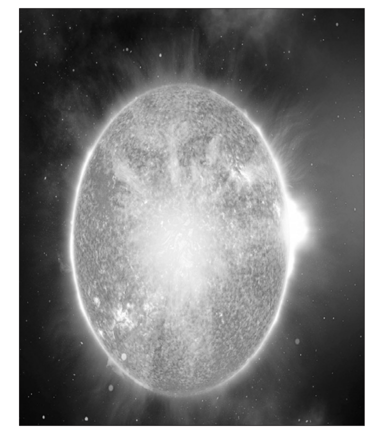

যখন এই ঘটনা ঘটে, আমাদের গ্রহের ইলেকট্রনিক্স বস্তু ও ইন্টারনেট সংযোগে বিঘ্ন ঘটে এবং তা ক্ষতিগ্রস্থও হয়। পৃথিবীতে ব্যাহত হয় রেডিও যোগাযোগ নেটওয়ার্ক। এবং একাধিক রেডিও ব্ল্যাক-আউট সোলার প্লেয়ার পৃথিবীতে আঘাত হানে।

সূর্যের সিএমই পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়ে উজ্জ্বল অরোরা তৈরি করে। তার প্রথম প্রভাব যদিও দুর্বল ছিল, কিন্তু দ্বিতীয়টি কিছুটা বেশি ছিল। তাদের সম্মিলিত প্রভাবে মঙ্গলবার ছোটো জি-ওয়ান শ্রেণির একটি ভূ-চৌম্বকীয় ঝড় বয়ে যায়। ন্যাশনাল ওসেনিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফিয়ারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অধীনে মহাকাশ আবহাওয়ার পূর্বাভাস কেন্দ্র জানিয়েছে, একাধিক এম-শ্রেণির সৌর শিখ। পৃথিবীকে আঘাত করার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অংশে একাধিক রেডিও ব্ল্যাক-আউট হয়েছে।

সৌর শিখা হল সূর্য থেকে আসা বিকিরণের তীব্র বিস্ফোরণ, যা আলোর উজ্জ্বল ঝলক হিসেবে দেখা যায়। এই ঘটনাগুলির কিছু প্রভাব পৃথিবীতে পড়ে নানাভাবে। সূর্যে গত সপ্তাহে ১৬টি করোনাল ভর ইজেকশন দেখা দিয়েছিল, ৬টি সোলার ফ্লেয়ার এবং ১২টি সানস্পট তৈরি হয়েছে ওই সৌর ঝড়ের ফলে। আর সূর্যে বারবার বিস্ফোরণে তৈরি হচ্ছে আগুনে গিরিখাত। ক্রমেই রুক্ষ্ম হয়ে উঠছে সূর্য।

মঙ্গলে অক্সিজেন তৈরি করছে নাসার মক্সি যন্ত্র

দুয়ার খুলে গেল মনুষ্য অভিযানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গলে গিয়েও অক্সিজেন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে নাসার পাঠানো মক্সি যন্ত্র! তাহলে কি মানুষ এবার পাড়ি দিতে পারবে লালগ্রহে। মঙ্গল অভিযানে যেতে পারবেন মহাকাশচারীরা? সম্প্রতি গবেষকরা তুলে ধরেছেন চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার। সেই আবিষ্কারের উপর ভর করে অনায়াসে মঙ্গলে পাড়ি দিতে পারবেন মানুষ। নাসার মঙ্গল অভিযানও এবার সম্ভবপর হবে।

মঙ্গলে মক্সি যন্ত্র পাঠিয়ে গবেষকরা আশা করছেন, স্কেল-আপ সংস্করণ একদিন মঙ্গলে মানুষকে টিকিয়ে রাখতে পারে। একটি লাঞ্চ বক্সের আকারের যন্ত্রের সাহায্যে সফলভাবে মঙ্গল গ্রহে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারবে মানুষ। নাসার ওই মক্সি যন্ত্র মঙ্গলে অক্সিজেন তৈরি করছে, সেটি কাজ করছে একেবারে একটি ছোট গাছের মতো। ২০২১-এর ফেব্রুয়ারি থেকে মঙ্গল গ্রহের অক্সিজেন ইন-সিটু রিসোর্স ইউটিলাইজেশন এক্সপেরিমেন্ট বা মক্সি সফলভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন তৈরি করে চলেছেন। গবেষকরা পরামর্শ দিয়েছেন, মক্সির একটি স্কেল-আপ সংস্করণ মঙ্গল গ্রহে পাঠানো যেতে পারে। মঙ্গল গ্রহে মানুষের যাওয়ার আগে কয়েকশো গাছের হারে অক্সিজেন উৎপাদন করার জরুরি।

নাসার পারসিভারেন্স রোভার মিশনের অংশ হিসেবে মক্সি মঙ্গলের পৃষ্ঠে নেমেছিল। তারপর একটি সমীক্ষায় গবেষকরা জানান, ২০২১ সালের শেষ নাগাদ মক্সি সাতটি পরীক্ষামূলক গবেষণায় অক্সিজেন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। দিন ও রাত-সহ বিভিন্ন বায়ুমণ্ডলীয় পরিস্থিতিতে এবং বিভিন্ন ঋতুতে তা অক্সিজেন তৈরি করতে সফল হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতি ঘণ্টায় ৬ গ্রাম অক্সিজেন উৎপাদন করার লক্ষ্যে পৌঁছেছে মক্সি। এই হার পৃথিবীর একটি সাধারণ গাছের

মতো। এই মিশনে আশা করা যায়, সম্পূর্ণ ক্ষমতায় সিস্টেমটি মঙ্গল গ্রহে পৌঁছনোর পর মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পর্যাপ্ত অক্সিজেন তৈরি করতে পারবে এবং মানুষকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনাও সম্ভব হবে।

ম্যাসুসুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনটিক্স বিভাগের অধ্যাপক মক্সির তদন্তকারী জেফরি হফম্যান বলেন, এটি আসলে অন্য গ্রহের পৃষ্ঠে সম্পদ ব্যবহার করার এবং রাসায়নিকভাবে রূপান্তর করার প্রদর্শনী। এটা মানব মিশনের জন্য অবশ্যম্ভাবী। ওই যন্ত্রের বর্তমান সংস্করণটি ডিজাইনে ছোট, যাতে পারসিভারেন্স রোভারে ফিট করা যায়। এবং সেটি স্বল্প সময় চালানোর জন্য নির্মিত। এখন পর্যন্ত মক্সি দেখিয়েছে, মঙ্গল গ্রহে বছরের যে কোনও সময়ে অক্সিজেন তৈরি করতে পারে। মক্সি মিশনের প্রধান তদন্তকারী মাইকেল হেস্ট বলেন, একমাত্র জিনিস যা আমরা প্রদর্শন করিনি, তা হল ভোর বা সন্ধ্যার সময়, যখন তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়। সেটি পরীক্ষা করে দেখলেই মিশন সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে।

সৌরজগতের বাইরের গ্রহে কার্বন ডাই অক্সাইডের সন্ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি: সৌরজগতের বাইরের গ্রহে রয়েছে কার্বন ডাই অক্সাইড। এমন প্রমাণ উঠে এসেছে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের অনুসন্ধানে। বর্তমানে পৃথিবী থেকে ১৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ। সেখান থেকে সৌরজগতের বাইরে জুম করে যে ছবি তুলে এনেছে ওই টেলিস্কোপ, তাতে চমক রয়েছে পরতে পরতে। মহাকাশের অজানাকে জানতে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ সম্প্রতি যেসব ছবি ও ডেটা প্রেরণ করেছে, তা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অবাক করে দেওয়ার মতো। বিস্ময়ের পর বিস্ময় সৃষ্টি করে চলেছে নাসার ওই আধুনিক টেলিস্কোপ। এখন সৌরজগতের বাইরে ক্যামেরা জুম করে যা তুলে আনত তাতে প্রাণের সন্ধান মিলতে পারে বলেও মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। সৌর জগতের বাইরে কোনও গ্রহে কার্বন ডাই অক্সাইডের স্পষ্ট প্রমাণ মিলল এই প্রথম। গ্রহটি হল গ্যাস জায়ান্ট ডব্লুএএসপি-৩৯। এই ডব্লুএএসপি-৩৯ পৃথিবী থেকে ৭০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। সৌরজগতের বাইরে একটি এক্সোপ্ল্যানেট এটি। নাসা এখনও পর্যন্ত আমাদের সৌরজগতের বাইরে ৫০০০টিরও বেশি এক্সোপ্ল্যানেট তালিকাভুক্ত করেছে। এই ৫০০০টি এক্সোপ্ল্যানেটে জীবনের সন্ধান চালাচ্ছে নাসা। এবং এই সংক্রান্ত গবেষণা রিপোর্ট নেচার জার্নালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গ্রহের বায়ুমণ্ডলের গঠন, গ্রহের উৎপত্তি এবং বিবর্তন সম্পর্কে জানার চেষ্টা চালাচ্ছে তাঁদের গবেষণায়। গবেষকরা তেমনই নতুন আবিষ্কৃত এক্সোপ্ল্যানেটের কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়েও গবেষণা শুরু করেছেন। তাঁরা গ্রহটি পর্যবেক্ষণ করতে ওয়েবের নিয়ার-ইনফ্রারেড স্পেকট্রোগ্রাফ ব্যবহার করেছেন। ওয়েবের নিয়ার-ইনফ্রারেড স্পেকট্রোগ্রাফ ব্যবহার করে ৪.১ ও ৪.৫ মাইক্রনের মধ্যে একটি ছোট পাহাড় লক্ষ্য করেছেন, যা সৌরজগতের বাইরের কোনও গ্রহে কার্বন ডাই অক্সাইড শনাক্ত করার বিশদ প্রমাণ সরবরাহ করে। হাবল টেলিস্কোপ ব্যবহার করে গ্রহের পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণগুলি গ্রহের বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প, সোডিয়াম এবং পটাসিয়ামের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছিল। ডব্লুএএসপি-৩৯ বি-তে কার্বন ডাই অক্সাইডের এমন একটি স্পষ্ট সংকেতে ছোট ও স্থলজ আকারের গ্রহগুলিতে বায়ুমণ্ডল রয়েছে বলেই মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। এখন বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে ডব্লুএএসপি-৩৯বি এক্সোপ্ল্যানেটটি। এটি বৃহস্পতির প্রায় এক-চতুর্থাংশ। শনির আকারের সমান এটি। গ্রহটি তার নক্ষত্রের খুব কাছাকাছি প্রদক্ষিণ করে। নক্ষত্র থেকে সূর্য আর বুধের মধ্যবর্তী দূরত্বের প্রায় এক অষ্টমাংশ দূরত্বে রয়েছে ওই গ্রহটি। চার দিনেই একবার নিজের অক্ষে ঘুরে আসতে পারে। এই গ্রহটি আবিষ্কৃত হয়েছিল ২০১১ সালে। তখন থেকেই নাসার নজরে ছিল গ্রহটি।

বহির্বিশ্বের মহাকাশ দেখাল নাসার জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: নাসার জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ এবার দেখাল অবাক করা এক দৃশ্য। পৃথিবীর আকাশে তো দেখা যায় নানা রঙের খেলা। চাঁদ-তারা, গ্রহ-নক্ষত্রের খেলায় মোহময়ী আকাশ দেখতে কে না ভালোবাসে। তাই সেই ছবি সকলেই জানা। কিন্তু নাসার জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ এবার সামনে এনেছে সৌরজগতে বাইরে মহাকাশের দৃশ্য।

সৌরজগতের বাইরের মহাকাশ কেমন, সেই ছবি আজ পর্যন্ত দেখাতে পারেনি কোনও মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। প্রথম সেই ছবি দেখাল নাসা। নাসার জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ অসাধ্য সাধন করল এককথায়। প্রথমবারের মতো জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সৌরজগতের বাইরের কোনও গ্রহের ছবি তুলতে নাসার ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ব্যবহার করেছিলেন। আর প্রথম পদক্ষেপেই সফল নাসা। নাসার জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের তোলা ওই ছবি প্রসঙ্গে ব্রিটেনের এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার সহযোগী অধ্যাপক সাশা হিঙ্কলে বলেন, এটি শুধুমাত্র ওয়েবের জন্য নয়, সাধারণভাবে জ্যোতির্বিদ্যার জন্যও একটি রূপান্তরমূলক মুহূর্ত। চারটি ভিন্ন আলোর ফিল্টারের মাধ্যমে দেখানো ছবিটি ওয়েবের শক্তিশালী ইনফ্রারেড দৃষ্টি আমাদের সৌরজগতের বাইরের পৃথিবীকে সহজেই ধরতে পারে। মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা এই ছবি পেয়ে আপ্লুত। তারা মনে করছে, ভবিষ্যতের পর্যবেক্ষণের পথ নির্দেশের পাশাপাশি এক্সোপ্ল্যানেট সম্পর্ক আগের থেকে অনেক বেশি তথ্য প্রদান করবে। এই চিত্রটি ইনফ্রারেড আলোর বিভিন্ন ব্যান্ডে এক্সোপ্ল্যানেট 'এইচআইপি ৬৫৪২৬বি'-কে দেখায়। ওই এক্সোপ্ল্যানেটের যে নক্ষত্র রয়েছে তার আলোকে ব্লক করে অন্য জগতের ওই গ্রহটিকে দেখা যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চিলিতে ইউরোপীয় সাউদার্ন অবজারভেটরির একটি বড় টেলিস্কোপে স্ফিয়ার যন্ত্র ব্যবহার করে ২০১৭ সালে গ্রহটিকে আবিষ্কার করেছিলেন। আলোর ছোটো ইনফ্রারেড তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যবহার করে এর ছবি তুলেছিলেন বিজ্ঞানীরা। এবার জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ নক্ষত্রের থেকে গ্রহটিকে আলাদা করে ছবি তুলতে সফল হল। ব্রিটেনের এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার সহযোগী অধ্যাপক সাশা হিঙ্কলে বলেন, ওয়েব করোনাগ্রাফগুলি হোস্ট স্টারের আলোকে দমন করতে বেশ ভালো কাজ করেছিল। আর সেই দৃশ্য বেশ চিত্তাকর্ষকও ছিল। এক্সোপ্ল্যানেটের সরাসরি ছবি তোলা চ্যালেঞ্জিং কারণ নক্ষত্রগুলি গ্রহের থেকে অনেক বেশি উজ্জ্বল। ওই গ্রহটি তার হোস্ট নক্ষত্রের থেকে ১০ হাজার গুণেরও বেশি ক্ষীণ। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি সান্তা ক্রুজের পোস্টডক্টরাল গবেষক অ্যারিন কার্টার বলেন, জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের তোলা এই ছবিটি মহাকাশে ধন খুঁজে বের করার মতো। জুলাই মাসে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপে এখন পর্যন্ত দূরবর্তী মহাবিশ্বের গভীরতম এবং তীক্ষ্মতম ইনফ্রারেড চিত্র তৈরি করেছে।

দ্য ভয়েস অব স্পোর্টস

বার্সায় এসেও ফুল ফোটাচ্ছেন লেবানডস্কি

নিজস্ব প্রতিনিধি: লা লিগাতে নিজেদের ম্যাচে জয় পেল দুই জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদ এবং বার্সেলোনা। বলা ভালো নিজেদের ম্যাচে সহজ জয় পেয়েছে বার্সেলোনা এবং রিয়াল মাদ্রিদ। শনিবার রাতে সেভিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল বার্সেলোনা। সেভিয়ার ঘরের মাঠে গিয়ে তাদেরকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে জাভি হার্নান্দেজের শিষ্যরা। ম্যাচে বার্সেলোনার হয়ে গোল পেয়েছেন রবার্ট লেবানডস্কি, রাফিনহা ও এরিক গার্সিয়া। ম্যাচে জোড়া অ্যাসিস্ট রয়েছে জুলস কুন্দের। ম্যাচের ২০তম মিনিটে ব্রাজিলীয় ফুটবলার রাফিনহা হেডে গোল করে এগিয়ে দেন বার্সাকে। উল্লেখ্য বার্সার জার্সিতে এটিই তাঁর প্রথম গোল। ৩৬তম মিনিটে জুলস কুন্দের পাস থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন লেভানডস্কি। উল্লেখ্য সদ্য বায়ার্ন মিউনিখ ছেড়ে বার্সায় যোগ লেবানডস্কি। ২-০ ব্যবধানে থেকেই বিরতিতে যায় বার্সেলোনা। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের ৫০তম মিনিটে ব্যবধান ৩-০ করেন এরিক গার্সিয়া। এই গোলটির

ক্ষেত্রেও অ্যাসিস্ট দেন জুলস কুন্দে। এই ম্যাচে জয়ের ফলে ৪ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগার পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জাভির দল। বার্সেলোনার মতো নিজেদের ম্যাচেও জয় তুলে নিল রিয়াল মাদ্রিদ। এই ম্যাচে জয়ের ফলে ১২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে চলে গেল তারা। নিজেদের শেষ চার ম্যাচের চারতিটেই জয় পেল তারা। বলা ভালো তাদের জয়রথ ছুটছেই। লা লিগায় চলতি মরশুমে শতভাগ জয়ের রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখল কার্লো আনচেলোত্তির শিষ্যরা। ২-১ গোলে রিয়াল মাদ্রিদ হারিয়ে দিল রিয়াল বেটিসকে।

ক্যাচ ফস্কানোয় নোংরা আক্রমণ অর্শদীপকে, হইচই নেটপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: লোপ্পা ক্যাচ ফস্কানোর পর কুরুচিকর কমেন্টে ভরে গিয়েছে অর্শদীপ সিংয়ের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট। তবে নেটিজেনদের একাংশের দাবি, ভারতীয়রা অর্শদীপকে গালিগালাজ করছেন না। বরং নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে বিদেশিদের একাংশ পরিকল্পিতভাবে সেই কাজটা করছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা।

রবিবার এশিয়া কাপের সুপার ফোরে পাকিস্তান ম্যাচে একেবারে সহজ ক্যাচ ফস্কে দেন অর্শদীপ। ভারতীয় তরুণ এতটাই হেলতে-দুলতে ক্যাচটা ধরতে যান যে বল হাতে পড়ে বেরিয়ে যায়। যে ক্যাচটা ধরলে ম্যাচের রং পালটে যেতে পারত। তারপর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় অর্শদীপের ছবির তোলায় কুরুচিকর কমেন্ট করা হচ্ছে। গালিগালাজ দিয়ে কমেন্টও দেখা গিয়েছে অর্শদীপের পোস্টের কমেন্টে।

যদিও নেটিজেনদের একাংশের দাবি, অধিকাংশ কমেন্টই ভারতীয়রা করেননি। বরং নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে অর্শদীপের ক্যাচ ফস্কানোর

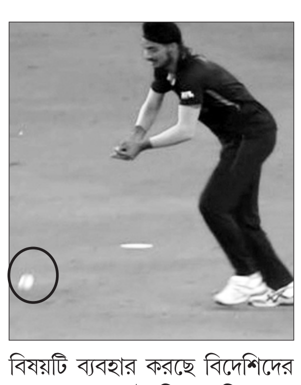

বিষয়টি ব্যবহার করছে বিদেশিদের একাংশ। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ তেহসিন পুনাওয়ালা বলেন, 'অর্শদীপ সিংকে যে সব অ্যাকাউন্ট থেকে গালিগালাজ করা হচ্ছে, সেগুলির অধিকাংশ অ্যাকাউন্টই বাইরের (ভারতীয়দের নয়) বলে মনে হচ্ছে। অবশ্যই পাকিস্তান ম্যাচে ভারত হেরে যাওয়া হতাশ হয়েছি আমরা। কিন্তু (অর্শদীপকে যেরকম গালিগালাজ করা হচ্ছে), তা দেখে মনে হচ্ছে না যে ভারতীয়রা করছেন।'

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ পুনাওয়ালা আরও বলেন, 'আমি আরও টুইট দেখ লাম। অর্শদীপ সিংকে যে সব অ্যাকাউন্ট থেকে গালিগালাজ করা হচ্ছে, তাদের দেখতে ভারতীয়দের মতো নয়। মনে হচ্ছে, একটা ধারণা তৈরি করা হচ্ছে যে ভারতীয়রা স্পোর্টিং নন এবং অর্শদীপকে গালিগালাজ করছে। অবশ্যই সবাই স্পোর্টিং নন। কিন্তু অধিকাংশ অ্যাকাউন্ট সন্দেহজনক।' একইসুরে অপর এক নেটিজেন দাবি করেছেন, পাকিস্তানি অ্যাকাউন্ট থেকে প্ররোচনামূলক টুইট করা হচ্ছে। ছড়ানো হচ্ছে ভুয়ো খবর। একাধিক স্ক্রিনশটও শেয়ার করেছেন তিনি।

তবে পুরো বিষয়টি নিয়ে সরকারিভাবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) বা ভারত সরকারের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তারইমধ্যে অর্শদীপের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিরাট কোহলি। তিনি জানিয়েছেন, ভারত-পাকিস্তানের মতো প্রবল চাপের ম্যাচ এরকম ভুল হতেই পারেন। তিনি নিজেও করেছিলেন। সেই ভুল শুধরে নিয়ে অর্শদীপ ফিরে আসবেন বলেও আশাপ্রকাশ করেছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট।

সচিনকে ছাপিয়ে গেলেন রোহিত

প্রথম ভারতীয় হিসেবে নজির

নিজস্ব প্রতিনিধি: চলতি এশিয়া কাপে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। কখনও পেসারকে স্টেপ আউট করে, কখনও লেগের দিকে ফ্লিক করে বাউন্ডারি পার করিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন দক্ষতা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে যে ঝলকানি তিনি দেখিয়েছিলেন, তা শ্রীলঙ্কা ম্যাচে পরিণত হল ব্যাটিং ঝড়ে। ৭২ রানের একটি ইনিংস খেলে গড়ে ফেললেন এক অনন্য নজির। প্রথম ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে এশিয়া কাপে ১০০০ রান করার নজির গড়লেন তিনি।

এই তালিকায় রোহিতের ঠিক পরেই রয়েছেন সচিন তেন্ডুলকর। তাঁর সংগ্রহ ৯৭১ রান। আর তৃতীয় স্থানে রয়েছেন সদ্য প্রাক্তন হওয়া ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ৯২০ রান।

এদিন শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমে প্রথমেই বেকায়দায় পড়ে ভারতীয় ব্যাটিং। থিকসানার

বলে ছয় রান করে আউট হয়ে যান কেএল রাহুল। মধুশঙ্কার বলে বিরাট শূন্য রান করে বোল্ড হয়ে যান। এরপর সূর্যকুমার যাদবকে সঙ্গী করে ইনিংসের হাল ধরেন রোহিত শর্মা। ৪১ বলে ৭২ রান করে আউট হন তিনি। তাঁর ইনিংস সাজানো ছিল পাঁচটি চার এবং চারটি ছক্কায়। ১৭৫.৬০ স্ট্রাইক রেটে এদিন ব্যাট করেন তিনি। চামিকা করুণারত্নের বলে মারতে গিয়ে নিশাঙ্কের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন তিনি।

নতুন চ্যাম্পিয়নের অপেক্ষায় ইউএস ওপেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: অঘটনের ইউএস ওপেনের পুরুষ ও মহিলা সিঙ্গলসের কোয়ার্টারে নেই কোনও প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন। এই প্রথম নতুন চ্যাম্পিয়ন উপহার পেতে চলেছে ইউএস ওপেন। ২০২২ ইউএস ওপেনকে এ বার সকলেই অঘটনের ইউএস ওপেন বলছেন। কারণ চলতি টুর্নামেন্টে একেবারেই অপ্রত্যাশিত সব ঘটনা ঘটেছে। সেরেনা, ভেনাস, মেদভেদেভ, রাদুকানুর মতো বিশ্বের তারকা টেনিস তারকারা আগেই ছিটকে গিয়েছিলেন, প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে গেলেন রাফায়েল নাদাল। স্প্যানিশ তারকাকে কার্যত একপেশেভাবে পরাজিত করলেন আমেরিকার প্রতিযোগী ফ্রান্সে তিয়াফো।

তবে এ বারের ইউএস ওপেনের মজা হল, এবারে পুরুষ ও মহিলা সিঙ্গলসে নতুন চ্যাম্পিয়ন পাবে বিশ্ব। আসলে বহু বছর পরে তারকাদের ছাড়াই এই টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এবারের কোয়ার্টার ফাইনালে নেই রজার ফেডেরার, সেরেনা উইলিয়ামস, রাফায়েল নাদাল ও নোভাক জকোভিচ। তাদের পরিবর্তে এবারে নতুন তারকাদের খুঁজে পাবে বিশ্ব টেনিস।

নতুনদের এই তালিকায় উঠে আসছে তিয়াফো, পেগুলা ও গউফের নাম। এবারে টুর্নামেন্টের পুরুষ মহিলাদের কোয়ার্টার ফাইনালে যারা নিজেদের জায়াগা পাকা করেছেন তারা কেউই আগে কখনও ইউএস ওপেন জিততে পারেন। অর্থাৎ বলা যেতেই পারে ২০২২ ইউএস ওপেন তার নতুন চ্যাম্পিয়নকে খুঁজে নেবে।

৬৪ বলেই শেষ প্রতিপক্ষ!

পাকিস্তানের ক্রিকেট ইতিহাস এই প্রথম

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাকিস্তানের ৭০ বছরের ক্রিকেট ইতিহাস এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটল। মাত্র ৬৪ বলের মধ্যেই বিরোধী পক্ষকে উড়িয়ে দিল পাকিস্তানের বোলাররা। এর আগে কখনও এমনটা হয়নি। আসলে এশিয়া কাপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পাকিস্তানের বোলারদের সামনে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল হংকংয়ের ব্যাটাররা। এদিন টস জিতে ফিল্ডিং-এর সিদ্ধান্ত নেয় হংকং। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তান দল নির্ধারিত ২০ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে স্কোর বোর্ডে ১৯৩ রান তোলো। উইকেটরক্ষক-ব্যাটার মহম্মদ রিজওয়ান ৭৮ রান করে অপরাজিত থাকেন। ফখর জামান করেন ৫৩ রান। ১৫ বলে ৩৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন খুশদিল শাহ। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৩৮ রানে অলআউট হয়ে যায় হংকং-এর গোটা দল। দলের কোনও ব্যাটার দুই অঙ্কের রান করতে পারেননি। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৮ রান করেন নিজাখাত খান। শাদাব খান মাত্র ৮ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন। মহম্মদ নওয়াজ মাত্র ৫ রান দিয়ে নেন তিনটি উইকেট। এদিন নির্ধারিত ২০ ওভার তো দূরের কথা মাত্র ১০.৪ ওভারেই অল আউট হয়ে গিয়েছে হংকং দল। অর্থাৎ মাত্র ৬৪ বলেই বিরোধীদের শেষ করে দেয় পাকিস্তানের বোলাররা। যা ৭০ বছরের পাকিস্তান ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম ঘটল। এদিন হংকং-এর ১০ ব্যাটার মিলে দলের রান অর্ধশতকও পার করতে পারেনি। মাত্র ৩৮ রানে অলআউট হয়ে যায় গোটা দল। ফলে ১৫৫ রানের বড় জয় তুলে নিয়ে নিজেদের টি-২০ ইতিহাসে সর্বাধিক ব্যবধানে জয়ের নজির গড়ল পাকিস্তান।

টেনিসকে বিদায় দিয়ে কেঁদে ফেললেন সেরেনা

শেষটা হল না রূপকথার মতো

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাতাশ বছরের কেরিয়ারে ২৩টি সিঙ্গলস গ্র্যান্ডস্ল্যামের মালিক তিনি। কিন্তু কেরিয়ারের শেষটা অবশ্য রূপকথার মতো হল না সেরেনা উইলিয়ামসের। যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের তৃতীয় রাউন্ড থেকে ছিটকে গেলেন সেরেনা উইলিয়ামস। তিন ঘণ্টা পাঁচ মিনিটের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ার আজলা টোমলজানকোভিচের বিরুদ্ধে ৭-৫, ৬-৭ (৪/৭), ৬-১ ব্যবধানে গেমে হেরে গেলেন ২৩টি গ্র্যান্ডস্ল্যাম (সিঙ্গলস) জয়ী।

গত মাসে ৪০ বছরের সেরেনা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের পরই র‍্যাকেট তুলে রাখবেন। ঘরের মাঠে শেষবারের মতো সেরেনা জ্বলে উঠবেন বলে স্বপ্ন দেখছিলেন ভক্তরা। সেইসঙ্গে সেরেনার সামনে মহিলাদের সিঙ্গলসে সর্বোচ্চ গ্র্যান্ডস্ল্যাম জয়ের রেকর্ড স্পর্শের সুযোগ ছিল। কিন্তু সেটা করতে পারলেন না সেরেনা। আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে প্রবল জনসমর্থনের মধ্যে সেরেনা শুরুটা ভালো করেন। ৫-৩ এগিয়ে থাকার সুযোগ হাতছাড়া করেন সেরেনা। সেখান থেকে ৭-৫ গেমে হেরে যান। দ্বিতীয় সেটেও একই ধরণের সুযোগ হাতছাড়া করেন। একটা সময় ৪-০ গেমে এগিয়ে ছিলেন।

তারপর ৫-২ গেমেও লিড করছিলেন। সেখান থেকে টাইব্রেকে গড়ায় দ্বিতীয় সেট। টাইব্রেকারে জিতে নির্ণায়ক সেটে ম্যাচ নিয়ে যান সেরেনা। (ছবি সৌজন্যে এএফপি)

৪/৬তৃতীয় সেটে অবশ্য সেরেনা ৫-১ পিছিয়ে পড়েন। সম্ভবত দ্বিতীয় সেটের শেষের দিকে যে স্তরে নিজেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে আবারও সেরা জায়গায় পৌঁছাতে পারেননি ৪০ বছরের সেরেনা। তা সত্ত্বেও তৃতীয় সেটের শেষ গেমে প্রাণপণ লড়াই করেন। ম্যারাথন সপ্তম গেমে পাঁচটি ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচান। কিন্তু শেষপর্যন্ত হেরে যান।

ম্যাচের শেষে সেরেনা কার্যত জানিয়ে দেন, টেনিস থেকে অবসর নিতে চলেছেন। চাইছেন মেয়ের সঙ্গে সময় কাটাতে। কোর্টে সাক্ষাৎকারের সময় কেঁদে ফেলেন সেরেনা। যিনি নিজের টেনিস কেরিয়ারের জন্য দিদিকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, 'যদি না ভেনাস থাকত, তাহলে আমি সেরেনা হতে পারতাম না। তাই ধন্যবাদ। সেরেনা উইলিয়ামসের যে কোনও অস্তিত্ব আছে, সেটার একমাত্র কারণ আমার দিদি ভেনাস।'

PATAKA

A COMPLETE CARE
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY: GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER
FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC
NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf og 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : Syed Ruhul Amin, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com
Vol: 7 Issue:42, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111